ভূমিকা।

"তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ।"

বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় সুলেখক মদীয় বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহাত্মা জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের জীবন চরিত প্রণয়ন পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়াছেন। যদিও তাঁহাদিগের লিপি-কুশলতা ও রচনাশক্তি অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী কিন্তু তাহা পাঠে উপাখ্যান ভাগে অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হওয়াতে বংশীয় প্রাচীন পরম্পরার মুখে ইতিবৃত্ত যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার এই অধ্যবসায়। অধুনা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কোন গুণশালী ব্যক্তিকে উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। আমার এই উপহার কে গ্রহণ করিবে? দেশে মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণ আছেন; কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর উপায়ন তাঁহাদিগের যোগ্য নহে: তজ্জন্য বাবু ললিতা মোহন সিংহকে ইহা প্রদান করিলাম। এক্ষণে তিনিই আমাদিগকে আশা ভরসার স্থান এবং তাঁহারই উত্তেজনায় পুস্তকের শেষভাগ পূর্ণ করিয়াছি। তিনি এই পুস্তক পাঠে মহাত্মার জীবনী বলিয়া অন্ত্যতঃ চক্ষু-লজ্জা পরতন্ত্র হইয়াও বলিবেন "লেখা উত্তম হইয়াছে এবং এই উপহারে আমি প্রীত হইয়াছি"। আমার ন্যায় লেখকের পক্ষে এই পরিমাণ পুরস্কারই যথেষ্ট। ইতি শকাব্দা ১৮৩১।

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মা।

বাচস্পতি। "পা[illegible]?"

বাসুদেব। "হাঁ সম্বন্ধ স্থির [illegible]ল।"

বাচস্পতি। "[illegible]—আহ্লাদিত হই-লাম; আপনি বহুদিবসাবধি সৎকুলোদ্ভব, সদাচার, পণ্ডিত পাত্রান্বেষণে বহুপরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াও মনোগত পাত্র প্রাপ্ত হন নাই, কন্যাটিও অরক্ষণীয়া হইয়াছে, অধুনা কোথায় সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন প্রকাশ করিয়া আমাদিগের উৎকণ্ঠা দূরকরুন।" ব্রহ্মচারী, সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "আপনার সম্মুখেই পাত্র উপস্থিত আছেন এবং আপনিই এ বিবাহের ঘটক।" বাচস্পতি ব্রহ্মচারীর অর্থ সঙ্কুল বাক্যে সন্দিহান হইয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—ব্রহ্মচারী স্বপ্নেও কখন মিথ্যা কহেন না, অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তপোনুষ্ঠানেই জন সমাজে ব্রহ্মচারী উপাধি লাভ করিয়াছেন, বিশেষতঃ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পিতার মন্ত্রশিষ্য—গুরু পুত্র সন্নিধানে পরিহাসের আশঙ্কা কোন প্রকারেই হইতে পারে না—ব্রহ্মচারী বাচস্পতির মুখভঙ্গীতে তদীয় আন্তরিক আন্দোলন অনুভব করিয়া কহিলেন "বাচস্পতি মহাশয়! ঠাকুর গুরু মহাশয়ের বংশ-ধারার ছেদ হওয়াতে অত্যন্ত মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছি, কেবল তাঁহার বয়োবাহুল্য প্রযুক্ত দৌহিত্রোৎপত্তি অসম্ভব বিবেচনায় [illegible]মানে কৃতসংকল্প হইতে পারি নাই, অদ্য আপনার মুখ [illegible]জ্ঞাসায় সেই সন্দেহ দূর হইয়াছে; [illegible]-ষণে যে যে গুণের আকাঙ্ক্ষা করিতাম, গুরুপুত্রে তাহার

কিছুরই অসদ্ভাব নাই, [illegible] বিবাহের দিন নির্ণয় করুন; যথা-
যোগ্য পাত্রে কন্যাদান করিয়া চরিতার্থ হই।" বাচস্পতি
নিজগণিত ফল, [illegible] দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল লোচনে
কহিলেন "ব্রহ্মচারী মহাশয়? আপনার সহধর্ম্মিণীর সহিত
পরামর্শ করিয়া বৈবাহিক দিনাবধারণ করিলে ভাল হয়
না?" ব্রহ্মচারী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "আপনি নিঃসংশয়ে
দিনস্থির করুন, পতিপরায়ণা রমণীগণ কখনই স্বামীর
অভিপ্রায়ে অসম্মতা হয়েন না।" বাচস্পতি অত্যন্ত
প্রীত হইয়া বিবাহের দিনাবধারণ করিয়া দিলে ব্রহ্মচারী
পরমানন্দে বাটী গমন করিলেন। রুদ্রদেব কিং কর্ত্তব্য
বিমূঢ়ভাবে কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনের পর বাচস্পতির
হিত পরিমিত প্ররোচনা বাক্যে কথঞ্চিৎ স্থির সংকল্প হইয়া
নিজমন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে বিবাহের দিন সন্নিহিত হইল; বাচস্পতি মহাশয়
রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [illegible] ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতিকে
সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট দিনে
পরমোৎসাহ সহকারে শাস্ত্র বিহিত কার্য্য সমাধানান্তে বাচ-
স্পতি প্রভৃতি কতিপয় আত্মীয় সহিত পাত্র সমভিব্যাহারে
কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী যথা-
যোগ্য সমাদর [illegible] প্রণাম
পূর্ব্বক [illegible] সম্প্র-
দানে প্রবৃত্ত [illegible] রুদ্রদেব
অন্তঃপুরে প্রবেশ [illegible]
[illegible]

হইয়া বাসুদেব বনিতা রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী সুশীলা ভার্য্যায় তৎকালোচিত অমঙ্গলাচরণে কিঞ্চিৎ বৈরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "চাপল্য স্ত্রীজাতির স্বভাব সিদ্ধ, তুমি পূর্ব্বে এই বিবাহ প্রস্তাবে কোন আপত্তি না করিয়া অধুনা অবোধ মুগ্ধার ন্যায় কি জন্য রোদন করিতেছ?" ভয়-মোহ-বিহ্বলা বাসুদেবের মহিলা অতীব আর্ত্তি সহকারে মৃদুস্বরে কহিলেন "আমি নিয়তই আপনার আদেশানুবর্ত্তিনী, কখনই স্বতন্ত্রা নহি; কিন্তু আমার দর্শন এবং প্রতিবাসিনীগণের কথোপকথন শ্রবণাবধি কনিষ্ঠা কন্যাটিরও অকাল বৈধব্য এবং অনপত্যতার আশঙ্কায় হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হওয়াতে, বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থা হইয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব, পতি দেবতা বনিতার এবম্বিধ বিলাপে বিমর্ষাবেশে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আমি কখন মিথ্যা কহি না; আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, পরমেশ্বর বিদ্যার প্রতি নির্ভর করিয়া কহিতেছি, অম্বিকা যথা যোগ্য কালে সৎপুত্র প্রসব করিবে এবং বিধবা হইবে না।" পতিব্রতা স্বামী বাক্যে [illegible] আশ্বাস লাভ করিয়া যথাবিধি [illegible] করিতে লাগিলেন। বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল।

[illegible] দুর্ভাবনায় [illegible] পীড়ন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। পরিণয়ের অব্যবহিত পরেই সমধিক [illegible] সহকারে কালীঘাটে উপস্থিত হইয়া

অপত্যকামনায় কঠোর নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর সম্মুখে সম্বৎসরে একবিংশতি পুরশ্চরণ করিলেন। চরম পুরশ্চরণ সমাপন দিবসে যামিনীর শেষ যামে স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক মহাত্মা তাঁহার শিরঃসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন, "রুদ্রদেব! বাটী গমন কর অচিরে দেবকল্প পুত্রলাভ করিবে।" নিদ্রা ভঙ্গে রুদ্রদেব স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক দেব প্রত্যাদেশ বিবেচনায় [illegible] ত্রিবেণীতে প্রত্যাগমন করিয়া নবোঢ়া [illegible] পিত্রালয় হইতে নিজ নিকেতনে আনয়ন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। দুই বৎসর পরে অম্বিকার গর্ভ সঞ্চার প্রতীয়মান হওয়াতে আনন্দের সীমা রহিল না। আশ্বিন মাসে দেবী পক্ষীয় পঞ্চমীতে বালক ভূমিষ্ঠ হইল। তর্কবাগীশ একাদশাহে শাস্ত্রবিহিত জাত কর্ম্মাদি সমাধান করিয়া জন্মরাশি নক্ষত্রানুসারে বালকের রামরাম নাম রাখিলেন। তাহার ১০ দশ দিন পরে বালকদেব ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দৌহিত্র মুখ সন্দর্শনে জীবন সফলজ্ঞান করিয়া বালকের জগন্নাথ নাম রাখিবার উপদেশ দেওয়াতে জগন্নাথ নামই খ্যাত হইল।

রুদ্রদেব কাশী গমন করার দুই চারি দিবস পরেই ব্রহ্মচারী মহাশয়ও দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ না হইলে প্রত্যাগমন করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তম ধামে গমন পূর্ব্বক এক বিংশতি পুরশ্চরণ সমাপনান্তে বিবিধ বৈধানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা নিশিথ সময়ে শয়ন করিয়া নিশাবসানে

স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন এক শ্যামাঙ্গকলেবর বিচিত্রাভরণভূষিত প্রকাণ্ড পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিতেছেন—তুমি স্বদেশে গমন কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে; আমার নামে জাত বালকের নাম রাখিও।—নিদ্রাপগমে বাসুদেব বিস্মিত এবং লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন বালকের কি নাম রাখিব? স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষই বা কে? কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ইহা জগন্নাথ দেবেরই প্রত্যাদেশ। যদি অম্বিকা পুত্র প্রসব করিয়া থাকেন, তবে তাহার জগন্নাথ নাম রাখিতে হইবে। এই নিমিত্তই ব্রহ্মচারী জগন্নাথ নাম রাখিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

জগন্নাথ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত এবং বিলক্ষণ বলশালী হইয়া ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এরূপ উদ্ধত হইয়া উঠিলেন, যে তাঁহার অত্যুগ্র দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হইয়া প্রতিবাসীগণ সর্ব্বদাই বলিত, "তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রাচীন বয়সে এরূপ কুলাঙ্গার সন্তান হওয়া অপেক্ষা নির্ব্বংশ হওয়াই ভাল ছিল।" সুশীলা অম্বিকা দুরন্ত পুত্রের নিমিত্তে প্রতিবাসিনীগণের নিকট প্রায় নিয়তই ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন; জগন্নাথ তাঁহার পিতার নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন; অধ্যয়ন নাম মাত্র বৃক্ষারোহণ, পক্ষিশাবকানয়ন, জলাবগাহন এবং প্রতিবাসীর প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অসৎকার্য্যেই সমস্ত কাল ক্ষেপণ করিতেন। কামিনী বৃক্ষে পূর্ণ বৃহৎ বৃক্ষ দর্শন করিলে তাহাতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। কিন্তু এবম্বিধ অসৎকার্য্যেও কখন মিথ্যা কহিতেন না। কোন ব্যক্তি

তাঁহার পিতার নিকট অভিযোগ করিলে জিজ্ঞাসানুসারে অকপটে আমূলতঃ অত্যাচার বিবরণ স্বীকার করিতেন। অনেক অভিযোক্তা বালকের চমৎকার শক্তি এবং সত্য বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইত। নৈসর্গিক সত্যবাদিতা, অসাধারণ সাহস, অদ্ভুত মেধা প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ গুণ ভাবি মহত্ত্বের পূর্ব চিহ্ন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত। এক দিবস তর্কবাগীশ অনেকের অভিযোগে এবং জগন্নাথের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করায় তিনি কিয়ৎ কাল তদবস্থায় থাকিয়া বন্ধন কারণ জিজ্ঞাসু হইলে রুদ্রদেব কহিলেন দুরন্ত মূর্খ বালককে বাঁধিয়া রাখাই কর্তব্য। এতৎ শ্রবণে জগন্নাথ পরীক্ষা প্রদানে সম্মত হইলে, তর্কবাগীশ ব্যাকরণে জগন্নাথের পাঠ-অংশ সম্বন্ধীয় যে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকের সদুত্তর প্রদান করিলেন। রুদ্রদেব বালকের অদ্ভুত শক্তি সন্দর্শনে আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিয়ৎ কাল পরে পরম ধার্ম্মিকা অম্বিকাদেবী হঠাৎ রোগাক্রান্তা হইয়া যেন পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করাতে তর্কবাগীশ জায়া-বিরহ-বেদনায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপরায়ণা পত্নীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদি যথাবিধি সমাধানান্তে প্রাচীন বয়সে নিজ সেবা এবং দুরন্ত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত সবিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচারীর বিধবা জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তিনি বিলক্ষণ ভক্তি সহকারে স্বামীর কায়মনে সেবা এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে

ভগিনীপুত্রকে প্রতিপালন করাতে জগন্নাথ মাতৃবিয়োগ-জনিত যাতনা অধিক অনুভব করিতে পারিলেন না। তর্ক-বাগীশ স্নেহাধিক্য বশত পূর্ব্বাবধিই পুত্রকে সম্যক শাসন করিতে অসমর্থ ছিলেন, তাহাতে আবার স্ত্রীবিয়োগ হও-য়াতে জগন্নাথকে আর কিছুই বলিতেন না। তাঁহার মাতৃ-স্বসাও বিলক্ষণ আদর দিতেন। মাতৃশাসনেরও অভাব হইয়াছিল, ইহাতে জগন্নাথ অধ্যয়নাদি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া যদৃচ্ছাসহকারে নিরন্তর দুর্ব্বৃত্ততা করিতে লাগিলেন।

তর্কবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার, শূদ্রমণি ভূম্যধিকারী গোবিন্দ দেব রায় মহাশয়ের প্রবন্ধাতিশয়ে, অধ্যাপনানুরোধে, তৎপ্রদত্ত প্রভূত বৃত্তি অবলম্বনে বংশ-বাটিতেই বাস করিয়াছিলেন। একদা তিনি রুদ্রদেব নিকে-তনে আগমন পূর্ব্বক ভ্রাতুষ্পুত্রের ঔদ্ধত্য সন্দর্শনে ক্ষুণ্ণ-মনা হইয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং অধ্যয়নার্থে তাঁহাকে নিজ চতুষ্পাঠীতে লইয়া গেলেন।

জগন্নাথ প্রতিদিন প্রত্যূষে বংশবাটী গমন করিয়া ভব-দেব ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। মাসীর স্নেহাতি-শয় নিবন্ধন স্বায়ংকালে ত্রিবেণীতে প্রত্যাগমন করিতে হইত। অল্পদিন মধ্যে সাহিত্যালঙ্কারাদি পাঠ শেষ হইল। একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির প্রণীত প্রসিদ্ধ দ্বৈত নির্ণয় নামক স্মৃতি গ্রন্থ জনৈক কৃত-বিদ্যছাত্রকে পড়াইতেছিলেন; বহুচিন্তাতেও একস্থানের আর্থিক আপত্তির উপপত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন,

"এই স্থানটি জ্যেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই।" অদূরবর্ত্তী জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,"মহাশয়ের জ্যেঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জ্যেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না।" বালকের অত্যুক্তিতে ভবদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে জগন্নাথের মুখাবলোকন করায়, তিনি পূর্ব্বাপর গ্রন্থের অর্থ সঙ্গতি পুরঃসর চির বিরোধের উত্তম মীমাংসা করাতে ভবদেব মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বহুভাবনাতেও জগন্নাথ বাক্যে দোষ লেশ উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি সহকারে তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ পুরঃসর মুখচুম্বন এবং মস্তকে পদধূলি প্রদানান্তে কহিলেন "সুদীর্ঘ জীবী হও,তুমিই আমাদিগের বংশের তিলক হইবে।" অপঠিত স্মৃতিশাস্ত্রে চমৎকার অভিনিবেশ দেখিয়া ন্যায়ালঙ্কার জগন্নাথকে স্মৃতি পাঠনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বাল্যচাপল্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি ভাবি অলৌকসামান্য সদ্গুণ নিচয়ের অঙ্কুর আবির্ভূত হইতে লাগিল।

এক দিবস ত্রিবেণী হইতে বংশবাটী প্রবেশ সময়ে রাজবর্ত্ম সন্নিহিত প্রসিদ্ধ পঞ্চানন দেব সম্মুখে বহুতর ছাগ বলি হইতে দেখিয়া নৈসর্গিক মাংসপ্রিয়তা বশতঃ প্রলোভ সহকারে একটি ছিন্ন ছাগ প্রার্থনা করাতে তদধিকারী দেবলগণ তাঁহাকে উপেক্ষা এবং তিরস্কার করিয়া সমস্তই আপনারা লইয়া গেল। জগন্নাথের কৈশোর কোপন প্রকৃতি তখনও প্রকৃত রূপে প্রশান্তি লাভ করে নাই। তৎকালে তাহাদিগের সহিত বাক্বিতণ্ডা না করিয়া অধ্যয়নার্থে গমন

করিলেন। সায়ংকাল প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে গোপনে অধ্যা-
পকের গোশালা হইতে একটি "ঝুড়ি" সংগ্রহ করিয়া
পঞ্চানন প্রাঙ্গণে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, জন মানব নাই,
দেবালয়ে দীপাদি প্রদান করিয়া পাণ্ডাগণ প্রস্থান করিয়াছে;
জগন্নাথ নিঃশঙ্কভাবে দ্বার মোচনান্তে কৌতুকাক্রান্ত চিত্তে
পঞ্চানন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার চন্দ্রমালা মৃদঘট
ঘোটকাদি সহিত সমস্ত প্রস্তর খণ্ড ঝুড়িতে পুরিয়া নিজ
মস্তকে উত্তোলন পূর্ব্বক একেবারে ত্রিবেণী গমন করিয়া
স্বালয় সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র জলাশয় মধ্যে নিক্ষেপ করি-
লেন। পর দিবস প্রভাতে দেবলগণ মুক্তদ্বার মন্দিরে প্রবে-
শানন্তর তাহাদিগের উপজীব্য জাগ্রত দেবতা পঞ্চানন
এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখিতে না পাইয়া অচে-
তন প্রায় হইল। দিবানিশি অনুসন্ধান এবং চিন্তা করিয়া
কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে জগন্নাথের
প্রার্থনা ভঙ্গ স্মরণে সন্দিহান হইয়া বিনীতভাবে ভবদেব
সমীপে গমন পূর্ব্বক সকাতরে ইতিবৃত্ত বিজ্ঞাপন করায়
ভবদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "জগন্নাথ, পঞ্চানন বৃত্তান্ত কিছু
অবগত আছ?" তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না।
ন্যায়ালঙ্কার মৌনাবলম্বনেই জগন্নাথের মনোবৃত্তি বুঝিতে
পারিয়া কহিলেন, "উহারা তোমার প্রতি আর কখন
অসৎব্যবহার করিবে না ঠাকুর প্রত্যর্পণ কর।" জগ-
ন্নাথ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন "উহারা মহাশয়ের পাদস্পর্শ
পূর্ব্বক প্রতিমাসে এক একটি ছাগ আমাকে প্রদান করি-
বার অঙ্গীকার করিলে যাহা হয় করা যাইবে।" দেবলগণ

তৎক্ষণাৎ তদ্রূপে প্রতিজ্ঞা করিলে জগন্নাথ জলমগ্ন পঞ্চাননের নির্দ্দেশ বলিয়া দিয়া কহিলেন "ঝুড়িটি জেঠা মহাশয়ের বাটীতে প্রদান করিও।" তাহারা মৃত পুত্রের জীবন লাভের ন্যায় আনন্দিত হইয়া শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদন পুরঃসর পঞ্চাননকে উত্তোলন করিল। বাবা ঠাকুরের এবম্বিধ বিড়ম্বনা শুনিয়া জগন্নাথের মাতৃস্বসার উদ্বেগের সীমা রহিল না। জগন্নাথকে তিরস্কার করিলেন, বাবা ঠাকুরের পূজা মানিলেন।

জগন্নাথের পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দ্রৌপদী নাম্নী সৎকুলোদ্ভবা সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার সহিত তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার বিবাহ দিলেন। তাহার কিয়দ্দিন পরে জনার্দ্দন ন্যায়ালঙ্কার পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় কামালপুর নিবাসী রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতি—যিনি ত্রিবেণীতেই অধ্যাপনা করিতেন—তাঁহার নিকট জগন্নাথকে পাঠ স্বীকার করিতে হইল।

এক দিবস ন্যায় শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারের পৌত্র নবদ্বীপ নিবাসী রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ কতিপয় কৃতবিদ্য ছাত্র সহিত মধ্যাহ্নকালে বিদ্যাবাচস্পতির মঠে উপস্থিত হইলে, রঘুদেব পণ্ডিতপ্রবর রমাবল্লভকে যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ জন্য অনুরোধ করাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া পাকানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ছাত্রগণের সহিত রঘুদেবের শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল। রঘুদেব রমাবল্লভের ছাত্রগণের সুবিবেচিত দুরূহ প্রশ্নের সহসা সদুত্তর প্রদানে অসমর্থ

হইয়া একরূপ পরাজিত হইলেন, কিন্তু নিজ ছাত্রবৃন্দ সন্নিধানে অবজ্ঞা-ভাজন হইবার আশঙ্কায় অপ্রকৃত পথাবলম্বন পূর্ব্বক বিতণ্ডা করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং রমাবল্লভকে ছাত্রগণের ন্যায় পক্ষ সমর্থনানুরোধে পাকে বিরতি পুরঃসর বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইল। রঘুদেব কিছুতেই অবলম্বিত অসৎপথ পরিত্যাগ করিলেন না। দুর্ব্বাসা সদৃশ কোপন স্বভাব মহাতেজস্বী রমাবল্লভ কোপাবেগে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় শিষ্যগণকে কহিলেন, "চল,এই বিতণ্ডা-বাদীর আতিথ্য পাতিত্য জনক,"—বলিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রঘুদেব নিজ ছাত্রগণ সহিত বিবিধ প্রকারে অনুনয় বিনয় করিতে করিতে বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন; রমাবল্লভ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা রঘুদেব বিষাদ সাগরে নিমজ্যমান হইয়া প্রতি নিবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময় জগন্নাথ মাধ্যাহ্নিক স্নান ভোজনাদি সমাধনান্তে চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক প্রশ্নোত্তরাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইলেন। সরস্বতী তীরে পরপার গমনার্থ নাবিক অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, ক্ষুৎপিপাসা সন্তপ্ত, হৃত হুতাশন দুর্ম্মিত, সশিষ্য রমাবল্লভকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে গমনান্তর প্রণতি পুরঃসর কহিলেন "মহাশয় আমার অধ্যাপক সমীপে আপনার ছাত্রেরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার এই সদুত্তর।" রমাবল্লভ অদৃষ্ট পূর্ব্ব বালকের অভ্রান্তবাক্যে বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" জগন্নাথ আত্মপরিচয়

প্রদান করাতে, তিনি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "তোমার যাদৃশ বুদ্ধি প্রাখর্য্য এবং অক্ষুণ্ণ ঔর্ব্বণ্য দেখি-তেছি তাহাতে অনতি বিলম্বেই—তোমার কীর্ত্তি দিগন্ত-ব্যাপিনী হইবে; কিন্তু তুমি ব্যলীক ঘেটার টোলে আর কখন পদার্পণ করিও না; তাহা হইলে তোমার নির্ম্মল বুদ্ধি উহার অফল উপদেশে মলিন হইবে।" জগন্নাথ কহি-লেন "জগদীশ গ্রন্থের কয়েকটি সন্দেহ ভঞ্জন জন্য বহু দিবসাবধি মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি, অদ্য অনুকম্পা পুরঃসর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অবস্থিতি করিলে অভিলাস পূর্ণ হয়।" রমাবল্লভ কহিলেন, "সেই মূর্খের মুখাবলোকন করিতে আর ইচ্ছা নাই, এই স্থানেই তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব।" জগন্নাথ এতাদৃশ এক কঠিন কথা উত্থাপন করিলেন, যে বিদ্যাবাগীশের মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল; ইন্দ্রজালাবিষ্টের ন্যায় কথা প্রসঙ্গে জগন্নাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শিষ্যগণও তাঁহার অনু-বর্ত্তী হইল; ক্রমে রঘুদেবের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ কহিলেন, "মহাশয় ভোজন সময় অতিক্রান্ত হই-য়াছে, ক্ষুৎপিপাসা শান্তি না হইলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না; কৃপা সহকারে আহার করিলে আমার সংশয় অনায়াসে দূর করিতে পারিবেন।" রমাবল্লভ জগন্নাথ বাক্যে অপরুদ্ধ হইয়া অসমাপ্ত পাক সমা-ধানে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন। জগন্নাথের প্রশ্নের উত্তর ভাবিতে ভাবিতে রন্ধন ভোজন সমাধান হইল। অতিথি বিমুখ হওয়ায় রঘুদেব সশিষ্যে অনাহারে ছিলেন, ছাত্র

সহ বিদ্যাবাগীশের ভোজনান্তে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আহার করিলেন। উৎকট চিন্তায় রমাবল্লভের কোপ তিরোহিত হইল; বিদ্যাবাচস্পতির সহিত প্রণয়ালাপে যামিনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অরুণোদয়ে তিমিরাপগমের ন্যায় বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে জগন্নাথের চিত্তবৃত্তি অনুদিন উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিতে লাগিল। ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্যে জগতের আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপকের নিকট ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু অবসর পাইলেই ইতর সকল শাস্ত্রেরই সম্যক আলোচনা করিতেন। তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে যাহা একবার দৃক্‌পথবর্ত্তী বা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইত, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইতেন না। বোধ হয় বিস্মৃতি তাঁহাকে বিস্মৃতা হইয়াছিল। অজ্ঞাত পারস্যাদি পুস্তকের ২।৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তাঁহার সমীপে অনর্গল পাঠ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্তরূপে তাহার অনুকরণ করিতে পারিতেন। এতাদৃশ মেধা, সুতীক্ষ্ণ সুজাতীয় বুদ্ধি এবং অসাধারণ অধ্যবসায় একত্রিত হইলে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হওয়া কি বিচিত্র?

জগন্নাথ গৌরাঙ্গ ছিলেন না; কিন্তু উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণে বিলক্ষণ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার কলেবর আয়ত এবং লোমশ; বাহু দীর্ঘ; মস্তক বৃহৎ; নাসিকা উন্নত; চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল; ললাট পরিষ্কার এবং প্রশস্ত ছিল। মুখশ্রীতেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিত। তিনি এবম্প্রকার প্রিয়ম্বদ ছিলেন, যে তাঁহার বাক্যে

মোহিত না হয় এরূপ ব্যক্তিই ছিল না। প্রশান্ত বদন পণ্ডিত পুত্রের বিনীত বচন এবং শাস্ত্রালাপ শ্রবণে রুদ্রদেব স্বর্গীয় সুখানুভব করিতেন; কিন্তু অনতিক্রমণীয় দুরন্তকাল যেন ঈর্ষা সহকারেই তাহার প্রতিরোধী হইল। জগন্নাথের চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে রুদ্রদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যুকালে তর্কবাগীশের কিছু তৈজস, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা; জনকানুরক্ত জগন্নাথ, দেবগুরু সন্নিভ পিতার বিয়োগে অতীব শোকার্ত্ত হইয়া পিতৃ শ্রাদ্ধে পৈতৃক অর্থ এবং সমুদয় তৈজস ব্যয় করিলেন; তাঁহার মাতৃস্বসা অনেক চেষ্টা করিয়া দুইটি "অমৃতী" নামক পিত্তল নির্ম্মিত জলাধার ব্যতীত, ভোজন পাত্র জলপাত্র পর্য্যন্তও রাখিতে পারিলেন না। শ্রাদ্ধের পরে কদলীপত্রে ভোজন এবং পিতার মৃত্যুঞ্জয় নামক জনৈক ছাত্রের জল পাত্র লইয়া বহির্দ্দেশে গমন হইতে লাগিল। এতাদৃশ দুরবস্থাতেও জগন্নাথ কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্বিগ্ন বা হীন সাহস না হইয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ো বিবেচনায় পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক অধ্যাপক সন্নিধানে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ পিতার চতুষ্পাঠীতেই পাঠনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দুই এক জন ছাত্র উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার কুলগুরু জগদ্‌গুরু উপাধি লব্ধ চাতরার ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যালয়ে আগমন পূর্ব্বক তর্কপঞ্চাননকে পরকীয় জল পাত্র লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিতে দেখিয়া নিজের

গাড়ুটি প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় জগন্নাথ গুরুস্ব গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে ঠাকুর মহাশয় বাটি গমন করিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্পন্ন শিষ্য চানকের চৌধুরীদিগের বাটীতে একটি কর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায় তিনি তদুপলক্ষে তর্কপঞ্চাননকে একখানি পত্র দিয়া বিদায়কালে নিজ হস্তে একটি গাড়ু প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন "আমি প্রার্থনা করি যেন সর্ব্বদাই তোমার উপার্জ্জিত তৈজস রাখিবার স্থান বৃদ্ধি করিতে হয়।" জগন্নাথের এই প্রথম উপার্জ্জন। ক্রমশঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রশংসা প্রচার হওয়াতে তিনি সর্ব্বত্রেই পত্র পাইতে লাগিলেন। ছাত্র সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার এবং আয়ুর্ব্বেদ নিয়তই পড়াইতে হইত; তন্মধ্যে ন্যায়াধ্যায়ী ছাত্রই অধিক ছিল। পাণ্ডিত্য প্রভাবে তিনি তাৎকালিক সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হইলেন। একদা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুরের আহ্বানানুসারে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া অনেক পণ্ডিতকে পরাভূত এবং শাস্ত্রালাপে রাজাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করাতে তিনি তর্কপঞ্চাননের বিশ্রুত মেধা পরীক্ষা [illegible] প্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আগমন কালে পথে কি কি দেখিয়াছেন?" জগন্নাথ কহিলেন "সংক্ষেপে, না বিস্তার পূর্ব্বক কহিব?" দুরন্ত মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র জগন্নাথের উক্তিতে প্রাগল্‌ভ্য অনুভব করিয়া অন্তঃকুপিত ভাবে দুই জন লেখকের প্রতি অনুজ্ঞা করিলেন "পণ্ডিত মহাশয়, যাহা যাহা কহেন লিখিয়া লও।" জগন্নাথ

ত্রিবেণী অবধি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বর্ত্ম সন্নিহিত বৃক্ষ, গৃহ, জলাশয়, সেতু, উদ্যান, এবং দেবালয় প্রভৃতি যে যে স্থানে যাহা আছে একাদিক্রমে বর্ণন করাতে সমুদয় লিপি বদ্ধ হইল। রাজা কৌশলে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আপ্তচর দ্বারা অনুসন্ধান করায় অবস্থার সহিত লিখিত বৃত্তান্তের সমস্ত সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা প্রকাশ হওয়াতে, তাঁহার অপ্রাকৃত শক্তিতে চমৎকৃত হইয়া পাণ্ডুয়া পরগনার হেছুয়া পোঁতা নামক একখানি গ্রাম পুরুষানুক্রমে নিষ্কর ভোগার্থে প্রদান করিলেন। তাহার পরেও উক্ত রাজা সময়ে সময়ে জগন্নাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পুষ্করিণী প্রদানের পর কোন ব্যক্তি রাজাকে জানাইল, যে, তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে যে পুষ্করিণীর সনন্দ দেওয়া হইয়াছে সেটি সাধারণ পুষ্করিণী নহে, জলেস্থলে তিন শত বিঘা হইবে। রাজা পুষ্করিণী প্রদান সময়ে তাহার পরিমাণ অবগত ছিলেন না। জগন্নাথ একটি পুষ্করিণী বলিয়া প্রার্থনা করায় সনন্দ দিয়াছিলেন; পরে পুষ্করিণীর আয়তন অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিলেন। কিয়দ্দিন পরে কার্য্যান্তর উপলক্ষে জগন্নাথ বর্দ্ধমান উপস্থিত হইলে, রাজা কহিলেন "মহাশয়! যে পুষ্করিণীটি বলিয়া সনন্দ লইয়াছেন এক্ষণে শুনিতেছি পুষ্করিণী "টি" নহে, পুষ্করিণী "টা।" জগন্নাথ হাসিয়া উত্তর করিলেন সকলই "টা।" রাজা সকলইটার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তর্কপঞ্চানন কহিলেন, আপনি রাজা 'টি' নহেন রাজা'টা'; আমিও পণ্ডিত'টি'

"নহি পণ্ডিত'টা' ; সেটিও পুষ্করিণীটি নহে পুষ্করিণী 'টা"।
রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

মুরশিদাবাদের নওয়াবের দেওয়ান রায় রায়াঁ রাজা নন্দ কুমার রায়ের সহিত আলাপ হওয়াতে তিনি তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। একদা নওয়াবের নিকট তাঁহার গুণ বর্ণন করাতে নওয়াব পণ্ডিতজিকে দরবারে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করায় নন্দকুমার রায় জগন্নাথকে পত্র লিখিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে দরবারে উপস্থিত হইয়া নওয়াবের আদেশানুসারে আগত কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের নানা শাস্ত্রীয় সুচিন্তিত বহুতর দুরূহ প্রশ্নের অম্লান বদনে সদুত্তর প্রদান করিলেন। পরে নওয়াব এবং তৎপারিষদ বিচক্ষণ মুফ্‌তী মৌলবিগণ হিন্দুসাম্প্রদায়িক স্থূলধর্ম্মে দোষারোপাভিলাসে যে যে কথা উত্থাপন করিলেন, বিশেষ সভ্যতা সহকারে যবনগণের বোধগম্য সরল ভাষায় সেই সকলের যুক্তি যুক্ত উৎকৃষ্ট উত্তর প্রদান করাতে বৃদ্ধ নওয়াব অমাত্যগণ সহিত অত্যন্ত প্রীত হইয়া তৎকালের অত্যুচ্চ পুরস্কার "২২ শিরোপা" প্রদান করায় তর্কপঞ্চানন মহাশয় সসম্ভ্রমে রাজ প্রসাদ অঙ্গীকার পুরঃসর ঘোটক, কুঞ্জরাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে ঘড়ি, নেশান, ডঙ্কা, এবং পারসীক ভাষায় নিজ নামাঙ্কিত মোহর একটি গ্রহণান্তর দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের, শিবিকাদি আরোহণের এবং ইচ্ছামতে নিজ নিকেতনে "নওবৎ" বসাইতে পারিবার অনুমতি পত্র লইয়া সানন্দে স্বভবনে প্রত্যাগমন

পূর্ব্বক বহুপ্রকোষ্ঠ ইষ্টকালয় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে অনিচ্ছাতেও তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইল; বিদ্যা-বিনয়-দাক্ষিণ্য জনিত ভক্তি সহকারে অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তি তাঁহাকে বিবিধোপায়ে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন; বিখ্যাত ... বংশীয় শূদ্রমণি ভূস্বামীগণ শিষ্যের ন্যায় তাঁহার ... ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে তাঁহাকে ৪০০৲ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি এবং কয়েকটি পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন। বঙ্গ দেশীয় কোন আঢ্য ব্যক্তিই তাঁহাকে ধনদানে পরাঙ্মুখ না থাকায় দিন দিন প্রচুর অর্থ সমাগম হইতে লাগিল।

একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায় নিজ পারিষদ গুপ্তপল্লী নিবাসী শোভাকর-কুল-তিলক সুবিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে কহিলেন, "এক সপ্তাহ মধ্যে একটী নূতন ভাবের কবিতা রচনা করিতে পারিলে একশত রৌপ্য মুদ্রা সহিত একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি পুরস্কার দিব।" বাণেশ্বর তদবধি চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া যে যে ভাব কল্পনা করেন, তাহাই অবিকল ইতিহাস পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হন। সপ্তম দিবসে অগত্যা উপায় বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করাতে, তিনি নিজাধিকৃত সমাজ চতুষ্টয়ের পণ্ডিতগণ সন্নিধানে তাহার একৈক প্রতিলিপি প্রেরণ পুরঃসর আদেশ করিলেন সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত ভাষায় এতৎসমানাকার কবিতা একমাস মধ্যে প্রদর্শন করাইতে পারিলে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি সহিত শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। অধ্যাপকগণ স্বভাবতই পর

প্রতিভা-বিনাশোৎসাহী, তদুপরি রাজ প্রসাদাদি প্রাপ্তি প্রত্যাশায় উৎকট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানাশাস্ত্র পর্য্যা-লোচনায় তাদৃশ শ্লোক কিম্বা ভাবার্থ প্রাপ্ত না হইয়া নির্দ্দিষ্ট কালাত্যয়ে অগত্যা কবিতাটির ভাব নূতন স্বীকার করিয়া রাজ সমীপে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর বিদ্যা-লঙ্কার স্বীকৃত পুরস্কার প্রার্থনা করায় রাজা প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন আপনি প্রসাদাধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে হইবে; কার্য্য বিশেষানুরোধে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অনতিবিলম্বেই এই স্থানে আগমন করিবেন, কবিতাটি একবার তাঁহাকে শুনাইয়া অসন্দিগ্ধান্তঃকরণে অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। কিয়দ্দিনান্তে জগন্নাথ কৃষ্ণনগর রাজ বাটিতে উপস্থিত হইলে অনাময় প্রশ্ন পুরঃসর রাজা কহিলেন, মহাশয়! একটি নূতন ভাবের কবিতা রচনা হই-য়াছে। তর্কপঞ্চানন উত্তর করিলেন পদ্য নিয়তই নূতন হইতেছে, কিন্তু নূতনভাব আবিষ্কার করা দুষ্কর। ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি ভাব বিন্যাসে ত্রুটি করেন নাই। অবশিষ্ট যাহা ছিল কালিদাস প্রভৃতি আধুনিক কবি গণ কর্ত্তৃক তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। রাজা কবিতা পাঠ করিলেন; জগন্নাথ নিমেষ মাত্র মৌনাবলম্বনের পর সহাস্য বদনে মহাত্মা-তুলসীদাসের অবিকল সেই ভাবের একটী দোঁহা আবৃত্তি করিলেন;—

জগমে তোম যব আয়া, সব হাঁসা, তোম্ রোয়।
এয়সা কাম করো পিছে হাঁসি ন হোয়॥

এই দোঁহাটি আবৃত্তি করাতে রাজা লজ্জিত এবং ঈষৎ কুপিত ভাবে বাণেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করায় তিনি কহিলেন, "আদেশ অনুসারে বহু পরিশ্রমেও নূতন ভাব সঙ্কলন করিতে নাপারায়, এই দোঁহাটি অবলম্বন করিয়া,—এই সাহসে কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, যে, পরীক্ষক পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রন্থই অনুসন্ধান করিবেন, তাহাতে এইভাব প্রাপ্ত না হইয়া নূতন বলিতে বাধ্য হইবেন। এই দুরন্ত মেধাবী যে প্রাকৃত দোঁহা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানিতাম না।" রাজা চমৎকৃত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে উখড়া পরগণায় ১০০/ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি এবং শত মুদ্রা প্রদানান্তে অধিক প্রত্যুপকার করণাশয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রাজধানীতে আপনার চণ্ডীপাঠের বৃত্তি আছে?" জগন্নাথ কহিলেন "না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কিরূপে সংসার নির্ব্বাহ হয়?" জগন্নাথ রাজার এবম্বিধ সাহঙ্কার বাক্যে বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন "বর্দ্ধমানাধিপতি বদান্য মহারাজ এবং শূদ্রমণি ভূম্যধিকারীগণের কল্যাণে অন্নসংস্থান আছে; চুঁচুড়া ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি জনপদ নিকটে থাকায় অন্যান্য ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইয়া যায়।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায় অসাধারণ গুণগ্রাহিতা, কাব্যানুরাগ, বিদ্যোৎসাহ এবং দাতৃত্ব প্রভৃতি মহদ্গুণে তাৎকালিক ভূম্যধিকারীগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দম্ভাহঙ্কারের আতিশয্য নিবন্ধন তাঁহার দ্বারা অনেক অসঙ্গত কার্য্যও হইত। তর্কপঞ্চাননের প্রগল্ভ বাক্যে, বিশে-

যতঃ তৎসন্নিধানে বৰ্দ্ধমানাধিপতির উৎকর্ষ সূচনা ভঙ্গীতে নাম উল্লেখ করায়,ক্রোধে রাজার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল; বাহ্যে কিয়ৎকাল জগন্নাথের সহিত প্রিয়ালাপ এবং আবশ্যক কার্য্য সমাধানান্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া তদবধি তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইলেন। একদা তর্কপঞ্চানন মহাশয় কোনব্যক্তির প্রার্থনা মতে ব্রাহ্মণের তুলসী মালা ধারণের আবশ্যকতা বিধায়ক ব্যবস্থা দিয়াছিলেন; প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা উক্ত রাজার শ্রুতি গোচর হওয়াতে তিনি নিজ পারিষদ পণ্ডিতগণ সাহায্যে কতিপয় বিরুদ্ধ বচন অনুসন্ধান পূর্ব্বক তর্কপঞ্চানন প্রদত্ত ব্যবস্থা অশাস্ত্রীয় অবধারণ করিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করণাশয়ে আহ্বান পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি জন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়াছেন। জগন্নাথ প্রভৃত প্রাচীন প্রমাণ দ্বারা স্বমত সংস্থাপনান্তর বিরুদ্ধ বচনের অর্থ সামঞ্জস্য করিয়া দেওয়ায় সভাস্থ অধ্যাপক বৃন্দ নিরুত্তর হইলেন। রাজা স্বাভিপ্রায় সমর্থনের উপায়ান্তর না দেখিয়া কহিলেন "মহাশয় যে সকল প্রমাণোপন্যাস করিতেছেন তাহা বিষ্ণু পূজা কাল-পর।" জগন্নাথ হাসিয়া কহিলেন, "কাল বিশেষে আচার ভেদের অভিপ্রায়ে দুঃখিত হইলাম।" রাজা তাঁহার গূঢ় ব্যঙ্গোক্তিতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব পন্থী অবধারণ পূর্ব্বক চৈতন্য দেবের নিন্দা উপলক্ষে ক্ষোভ প্রদানাভিপ্রায়ে কহিলেন, "আপনি ত বহুল শাস্ত্রদর্শী দশাবতারের পরিচয় পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বলুন দেখি, এড়ুটো ছোঁড়া কে? যাহাদের প্রতারণায় উন্মার্গগামী মূর্খ-

মঞ্জুলা উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে।" জগন্নাথ উত্তর করিলেন "অদ্য আমার চির সন্দেহ দূর হইয়া নিশ্চয় হইল, যে চৈতন্যদেব প্রকৃতই ভগবদবতার।" রাজা বলিলেন, "কিরূপে?" জগন্নাথ কহিলেন, "আমি চিন্তা করিতাম ভগবানের প্রত্যেক অবতার কালেই ভগবদ্দ্বেষ্টা অসুরাংশীয় হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্য কশিপু, বলি, রাবণ, কংস প্রভৃতি এক এক দুরন্ত রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, চৈতন্যদেবদ্বেষ্টা তদ্রূপ রাজা কৈ? কিন্তু মহাশয়ের আন্তরিক বিদ্বেষভাব অবগত হওয়াতে চির সন্দেহ দূর হইল।" রাজা অধোবদন হইলেন। জগন্নাথের অব্যাহত উত্তর সমীরণে তাঁহার ক্রোধাগ্নি উত্তরোত্তর সন্দীপিত হইতে লাগিল। জগন্নাথকে বিদায় দিলেন।

তৎকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অসীম প্রতাপ ও অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে প্রভূত ক্ষমতাশালী এবং এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজের নেতা এবং অধিপতি স্বরূপ হইয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত কিংবা জাতিচ্যুত ব্যক্তির সমন্বয় করা কেবল তাঁহারই আয়ত্ত ছিল। এই ক্ষমতা প্রভাবে রাজার যথেষ্ট ধনাগম হইত; আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হইলে সমাজচ্যুত লোকের সমন্বয়ের অনুমতি দিতেন না।

ত্রিবেণী সন্নিহিত বিশপাড়া গ্রাম নিবাসী কোন নির্ধন ব্রাহ্মণ অপবাদ বিশেষে সমাজচ্যুত ও সমন্বয়ের প্রত্যাশায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার উপাসনা করিয়াছিল। রাজা অর্থলোভী, ব্রাহ্মণের উপা-

সনায় সন্তুষ্ট হইলেন না, রাজ সম্মান বলিয়া এ পরিমাণ টাকা দিবার আদেশ করিলেন, যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব সমেত আত্ম বিক্রয় করিলেও তাহা সংস্থান করিতে পারিত না; সুতরাং অসিদ্ধ-মনোরথ ও হতাশ হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমনের পর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ দুঃখ বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। জগন্নাথ স্বভাবতই পর-দুঃখ-কাতর ছিলেন; বিশেষতঃ ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতুলের অনুগত থাকায় অধিক দুঃখিত হইলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অহঙ্কার ব্যবহারে পূর্ব্বাবধিই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এক্ষণে ঐ শরণাগত নির্ধন ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার নির্দ্দয়তাচরণে এবং তাঁহার কুৎসিৎ অর্থ লিপ্সায় অধিক বিরক্ত হইয়া আশ্বাস বাক্যে ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন। কিছুদিন পরে প্রদেশীয় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া প্রস্তাব করিলেন, "কোন ব্যক্তি কর্ম্মদোষে কিম্বা অপবাদে পতিত হইলে পণ্ডিতের ব্যবস্থা অনুসারে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইতে পারে, অথচ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি ব্যতীত সমন্বয় হয় না কেন? তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত নহেন, স্বাধীন রাজাও নহেন, একজন জমিদার মাত্র; তাঁহা অপেক্ষা বড় জমিদার বর্দ্ধমানের রাজা প্রভৃতি আছেন; বিশেষতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে তাঁহার কোনই অধিকার নাই এবং তিনি নিরপেক্ষ ভাবেও কার্য্য করেন না, ঐ ক্ষমতা অনুসারে সর্ব্বদাই নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া

আমি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজ বহিষ্কৃত ব্যক্তির সমন্বয় করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কি অভিপ্রায় করেন?” সকলেই বলিলেন “মহাশয় যাহা কহিতেছেন সমস্তই সত্য, কিন্তু নবদ্বীপাধিপতি অতি ভয়ানক লোক, তাঁহার অনভিমতে এই কার্য্য করিলে আপনি বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন; সমাজেরও অনিষ্ট হইতে পারে।” জগন্নাথ উত্তর করিলেন “আমি ন্যায় সঙ্গত কার্য্য করিতে জগতে কাহাকেও ভয় করি না, আগামী পূর্ণিমার দিবসে বিশপাড়া নিবাসী অমুক ব্রাহ্মণের সমন্বয় করিব, আপনারা অন্ধ বিভীষিকায় ভীত না হইয়া তথায় উপস্থিত হইবেন, রাজা কর্তৃক সমাজের অনিষ্ট নিবারণের দায় আমার শিরে থাকিল।” জগন্নাথের এই ন্যায়-সাহসে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণের সমন্বয় নির্ব্বিঘ্নে সমাধা ও সেই সম্বাদ প্রচার হইল। ক্রমে অপবাদগ্রস্ত সকল ব্যক্তিই তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কৃপায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরিত্রাণ পাইতে লাগিল। রাজা এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রমে জগন্নাথের প্রতি অতিশয় কুপিত হইতে লাগিলেন এবং বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টায় থাকিলেন, কিন্তু সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কিছু কাল পরে রাজা মহা আড়ম্বরে বাজপেয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, তৈলিঙ্গ প্রভৃতি বিদেশীয় এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ব্যতীত দেশীয় সমস্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিলেন। একপক্ষ স্থায়িনী মহতী সভা হইল; নানাশাস্ত্রের বিচার হইতে লাগিল। জগন্নাথ বিবেচনা

করিলেন,—এ সভায় উপস্থিত না হইলে আমার নিমন্ত্রণ না হওয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারা ইহাই স্থির করিবেন, যে, তর্কপঞ্চাননের খ্যাতির অনুরূপ পাণ্ডিত্য নাই, পরাজয় ভয়ে এই মহাসভায় উপস্থিত হইতে সাহসী হইলেন না। ঈদৃশ পণ্ডিত সমাগম ঘটনা হওয়াও দুষ্কর; সভাস্থ না হইলে দেশান্তরে নিতান্ত অযশস্বী হইব। এইরূপ আন্দোলনের পর একশত কৃতবিদ্য ছাত্রসহ যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে সভায় উপস্থিত হইলেন। বিনাহ্বানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আগমন বার্ত্তা শ্রবণান্তে রাজা অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া যজ্ঞস্থান হইতে সভায় আগমন পূর্ব্বক বহুবিধ সলজ্জ বিনয় ও অভ্যর্থনা করিলেন। জগন্নাথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় অসাধারণ ওর্ব্বণ্য অনুসারে দিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত নানা শাস্ত্র বিচারে প্রতিদিন জয় লাভ করিতে লাগিলেন। চমৎকৃত দর্শক মণ্ডলীর মুখ বিনিঃসৃত জয় শব্দে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জগন্নাথের পাণ্ডিত্য প্রতিভায় পণ্ডিতবৃন্দ ক্রমে ক্রমে বিস্ময়াপন্ন ও স্তব্ধ হইতে লাগিলেন। রাজা আবশ্যক-দ্রব্য-পূর্ণ উৎকৃষ্ট আবাস স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক ছাত্র সহ অবস্থিতির নিমিত্ত তর্কপঞ্চাননকে অনেক অনুরোধ করিলেন। জগন্নাথ তাহাতে সম্মত না হইয়া স্থানান্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিজব্যয়ে আহারাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। অবভৃত* স্নানান্তে রাজা তর্ক

---

* যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞাবসানে মন্ত্রপূত জলে যে স্নান করেন তাহাকেই অবভৃত স্নান কহে।

পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যজ্ঞ কিরূপ হইল?" জগন্নাথ সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "যাহাতে জগন্নাথ রবাহূত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কি?" রাজা লজ্জায় অধোবদন হইলেন। সভাভঙ্গ হইবামাত্র জগন্নাথ রাজার অগোচরে ছাত্রগণকে ত্রিবেণীতে প্রেরণ করিয়া অপমানের প্রতিফল প্রদানাভিলাসে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গোপনে রাজা নন্দকুমার রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃত অপমান বৃত্তান্ত আমূল বিজ্ঞাপন করাতে, রায় রেইঞা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের বাকি রাজস্বের হিসাব একদিন মধ্যে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত কানুনগোর প্রতি আদেশ করিলেন। কানুনগো দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা বাকির হিসাব আদিষ্ট সময় মধ্যে উপস্থিত করাতে অবিলম্বে রাজাকে মুর্শিদাবাদে আনয়নার্থ পঞ্চাশৎ কাজল-বাস* ও পঞ্চাশৎ চিকণ-দাঁড়া† কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইল। রাজা অনুসন্ধান করিয়াও নবাবের আজ্ঞার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন না। আশানুরূপ উৎকোচ প্রদান দ্বারা পদাতিকগণকে কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়া শঙ্কর তরঙ্গ, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি কতিপয় প্রিয় পারিষদ সমভিব্যাহারে বজরাযোগে মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিলেন। একদিন অপরাহ্নে বজরার বায়ু সেবনার্থ বজরার বাহিরে উপবেশন পূর্ব্বক গঙ্গাপুলিনে কুসুম সুশোভিত বহুল সর্ষপ ক্ষেত্র দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, "কি মনোহর

---

* কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-ধারী নওয়াব পদাতিক।

† নানা বর্ণ রঞ্জিত বংশ যষ্টি ধারী নওয়াব পদাতিক।

শোভা হইয়াছে।” পার্শ্বে দণ্ডায়মান গোপালভাঁড় করপুটে কহিল “মহারাজ! উত্তর উত্তর ঐ শোভাই দেখিতে পাইবেন।” অস্ফুট ব্যঙ্গোক্তি-প্রিয় রাজা ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে নিজ উত্তরীয় পুরস্কার প্রদান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে দরবারে উপস্থিত হইয়া যাবনিক নিয়মানুসারে নওয়াবকে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ও বন্দীদ্বারা পরিচিত হইবামাত্র নওয়াব আজ্ঞা করিলেন, নদীয়ার জমিদার বড় দুষ্ট লোক, খাজানা দেয় না, উহাকে কারাগৃহে নিক্ষেপ কর। এক সপ্তাহ মধ্যে সমুদয় রাজস্ব উপস্থিত না করিলে “সুন্নৎ” অর্থাৎ ত্বক্ ছেদ পূর্ব্বক “কলমা” পাঠ করাইয়া উহাকে মুসলমান করিয়া দেও। তৎক্ষণাৎ রাজা কারারুদ্ধ এবং চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাজা যজ্ঞ ব্যয়াবসানে নিতান্ত রিক্ত হস্ত হইয়াছিলেন; স্বদেশ বিদেশে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও দ্বাদশ লক্ষ টাকা ঋণ প্রাপ্তির উপায় করিতে পারিলেন না। জাতিনাশ ভয়ে অনুদিন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “আমিত কর্ম্মচারীগণকে অভিলাসানুরূপ উৎকোচাদি প্রদান দ্বারা বশীভূত রাখিয়াছি আমার হিসাব সহসা উপস্থিত হইল কেন?” পরিশেষে নিজ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রভাবে অনুমান করিলেন বাজপেয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না করাতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মুয়রেইএর দ্বারা এই বিপদ ঘটনা করিয়াছেন। পারিষদের দ্বারা অনুসন্ধানেও জানিতে পারিলেন তর্কপঞ্চানন মহাশয় গোপন ভাবে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন। অনুমান প্রমাণ হইল। ইতিপূর্ব্বে মায়রেইজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্রীর সহিত নিজ পুত্র

লালা গুরুদাসের বিবাহের প্রস্তাব করাতে রাজা তৎকালে মুখাপেক্ষায় কপট আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক মর্য্যাদা ভঙ্গ-ভয়ে চাতুরী সহকারে ঐ সম্বন্ধ উপেক্ষা করাতে রায়রেঁইঞা রাজার কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া তদবধি রাজার প্রতি মনে মনে বিরক্ত ছিলেন। তজ্জন্য নিজ চেষ্টায় তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং তর্ক-পঞ্চাননের অনুকম্পা ব্যতীত দুর্ব্বৃত্ত নওয়াবের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোনই উপায় দেখিতে পাইলেন না। যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে জগন্নাথের প্রসন্নতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সন্দিহান হইলেন। অবশেষে কারারক্ষককে পারিতোষিক প্রদানে কিঞ্চিৎ বাধ্য করিয়া পঞ্চম দিবসীয় প্রদোষ সময়ে কারাগৃহ হইতে প্রহরীসহ বহির্গমনান্তরগণ গলদেশে স্বর্ণ কুঠার বন্ধন পূর্ব্বক* পারিষদ্ শঙ্কর তরঙ্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে তর্কপঞ্চাননের গুপ্ত আবাস স্থানে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পুরঃসর উপযুক্ত অভ্যর্থনা সহকারে আসন প্রদান করাইলেন। রাজা অভিবাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন "আমি পূর্ব্বে মহাশয়কে সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম, এক্ষণে জানিলাম আপনি সর্ব্ব বিষয়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় পুরুষ; আপনারই প্রতিভা প্রভাবে আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবম্বিধ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি এবং আপনার কৃপাব্যতীত পরিত্রাণের

---

* তৎকালে গলে কুঠার বন্ধন করিলে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত।

কোনই উপায় দেখিতে পাইতেছি না। আমি মহাশয়ের প্রতি যায়পর নাই অসদ্ব্যবহার করিয়াও আপনার মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের প্রতি নির্ভর করিয়া মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম, যাহা করিতে হয় করুন, আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার দ্বারা যে উপকারের অভিলাস করেন তাহাই করিব। গ্রাম, ভূমি বৃত্তি প্রভৃতি যাহা লইতে ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন—এই দণ্ডে আদেশ পালন করিব।” জগন্নাথ উত্তর করিলেন, “আমি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আমার দ্বারা আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির অপকার বা উপকার সম্ভাবনা অতি অল্প; যাহা হউক, মহাশয়ের এতাদৃশ বিপদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি ; আগামী কল্য অপরাহ্নে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি যে আপনার সাহায্য প্রত্যাশী নহি তাহা পূর্ব্বাবধিই অবগত আছেন, এ সময়ে প্রত্যুপকারের প্রস্তাব না করিলেই ভাল হইত।” রাজা জগন্নাথের তেজস্বিতায় যদিও অপ্রতিভ হইলেন কিন্তু—‘অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করিব’ এই কথায় আশ্বাস প্রাপ্ত ও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া পরস্পর সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদনাদি পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণান্তে কারারক্ষক সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ রাজা উক্তি মাত্রেই অবধারণা করিয়াছিলেন, যে তর্কপঞ্চানন মহাশয় কারাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, আগামী কল্য অবশ্যই নিষ্কৃতি পাইব। পর দিন প্রত্যুষে জগন্নাথ রায়রেইঞার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গত রজনীর বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, “যথেষ্ট

শাস্তি হইয়াছে, অদ্য রাজাকে মুক্ত করিতে হইবে।" রাজা নন্দকুমার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "প্রায়ই পণ্ডিতগণের কোপ ও কৃপা অনায়াসেই হইয়া থাকে, বিশেষতঃ মহাশয়ের অন্তঃকরণ কুসুমাপেক্ষাও কোমল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেবল মহাশয়ের প্রতি অসদাচরণ করিয়াছেন এরূপ নহে, আমার সহিতও যারপর নাই কপট ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন; আমি লোকের নিন্দা ভয়ে এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি নাই। এই উত্তম সুযোগ হইয়াছে, তাঁহাকে আরো কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আমার অভিপ্রায়।" জগন্নাথ কহিলেন "গলায় কুঠার বন্ধন করিয়া রাত্রিকালে বিনা আলোকে পদব্রজে বাসায় আসিয়া আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইতোধিক বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? মান্য ব্যক্তির ইতোধিক মানভঙ্গ করিলে অযশ ও অধর্ম্ম হইবে।" নন্দকুমার কহিলেন "মহাশয়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না, তাহাই হইবে।" জগন্নাথ সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন। রাজা নন্দকুমার দরবারে গমন পূর্ব্বক নবাবকে জানাইলেন নদীয়ার জমিদার একটি বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছে, এক্ষণে কোন অংশেই টাকা দিতে পারে না, বাকী খাজনার নিমিত্ত এক বৎসর সময় দিয়া উঁহাকে আপাততঃ নিষ্কৃতি দেওয়া হউক। নন্দকুমারের ক্রীড়াপুত্তল নবাব তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিলেন, "হিন্দুলোক শ্রাদ্ধ ও পূজাতেই ফকীর হয়, তাহা কেন করে?" তদ্দণ্ডেই কৃষ্ণচন্দ্র কারামুক্ত

হইলেন; তাঁহার প্রদত্ত স্নেহপুষ্প প্রভাবে বাকীর স্থান সেরেস্তার তলদেশে স্থান লাভ করিল। অপরাহ্নে জগন্নাথ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবাসভবনে উপস্থিত হওয়ায় রাজা প্রত্যুদ্গমন পুরঃসর যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "আমি যাবজ্জীবন অপরিশোধনীয় ঋণজালে আপনার নিকট বদ্ধ থাকিলাম; নানাবিধ পরীক্ষায় অবগত হইয়াছি, আপনি মহাতেজস্বী; প্রভূত সম্পত্তিও অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারেন; আপনার সম্মান স্পৃহাই বলবতী; আমার পুত্রগণ মধ্যে কেহ অদীক্ষিত থাকিলে তাহার গুরুত্বে মহাশয়কে বরণ করিয়া সম্মান লাভ করিতাম, কিন্তু কুল-প্রথা-মতে উপনয়ন সময়েই তান্ত্রিকী দীক্ষা সকলেরই সমাধান হইয়াছে; নিকট জ্ঞাতিগণ মধ্যে যাঁহারা অদীক্ষিত আছেন, তাঁহারা মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন; সেই সম্বন্ধে আমিও শিষ্যসম্বন্ধে স্নেহাধিকারী হইব।" জগন্নাথ সলজ্জভাবে কহিলেন "আপনার স্নেহ দৃষ্টিই অতীব মূল্যবান।" পরে পরস্পরে কিয়ৎকাল প্রেমালাপ করিয়া বিদায় গ্রহণান্তে পরদিন নিজ নিজ নিকেতনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানের পূর্ব্বে রাজার সহিত গোপালভাঁড়ের কৌতুকাবহ উক্তি প্রত্যুক্তি হইয়াছিল। অশ্লীল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর রাজা নিকট জ্ঞাতির দীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা শান্তিপুর সন্নিহিত মুড়িয়া নবলা গ্রামে বাস করিতেছেন ও জগন্নাথের উত্তরাধিকারীগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকেন। তাহার পরে

রাজার সহিত তর্কপঞ্চাননের কোন বিষয়ে মতভেদ কিম্বা মনোমালিন্য হয় নাই।

জগন্নাথের সৌভাগ্য বৃদ্ধির ন্যায় বংশ পরম্পরাও অনুদিন বৃদ্ধিশীল হইতেছিল। তাঁহার দুই পুত্র, তিন কন্যা হইয়াছিল; প্রত্যেক পুত্রের পাঁচটি করিয়া পুত্র থাকাতে দশ পৌত্র এবং কতিপয় দৌহিত্র ও তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততি দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। স্থানাভাব বশতঃ প্রায় প্রতিবর্ষেই অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠ বৃদ্ধি করিতে হইত। বংশীয় সকলেই পণ্ডিত; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে যথাযোগ্য প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া পিতামহের অসীম আনন্দ উৎপাদন করিতেন। লোকে ধন-পুত্র-লক্ষ্মী লাভ বলে, তদতিরিক্ত দিগন্ত ব্যাপী যশোরাশি ও অতুল সম্মানে জগন্নাথ বিভূষিত হইয়াছিলেন। পরিবার সকল নিতান্ত বশীভূত ও আজ্ঞাবহ; শরীর রোগ শূন্য ও সবল ছিল; কোন অংশেই দুঃখের লেশমাত্র ছিল না।

বোধ হয় পৃথিবী সমগ্র সুখের স্থান নহে; ভাগ্য বিশেষে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ সংঘটিত হইলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এই অতুল সুখ সম্পদ উপভোগাবসরে মধ্য জীবনে অর্থাৎ ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে জগন্নাথ চির জীবনের নিমিত্ত এক মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই সাংসারিক সুখ প্রবাহ এবং বৃহস্পতি সদৃশ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পতি-পরায়ণা দ্রৌপদী দেবী পরলোক গমন করিলেন। আকুমার-সহচরী মনোবৃত্ত্যনুসারিণী রূপ-গুণ-লক্ষণা

সুশীলা পত্নী বিয়োগে জগন্নাথের সহজাত ধৈর্য্য বিগলিত হইল। যদিও প্রাকৃত লোকের ন্যায় উচ্চ রবে রোদন করিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্তঃকরণ নিরন্তর রোরুদ্যমান হইল। মহা সমারোহে দ্রৌপদীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধান করাইলেন। তাঁহার আন্তরিক অবস্থা কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া, কয়েকজন পৌত্রের পরামর্শ মতে, কোন প্রিয় বয়স্য একদা নির্জ্জনে জগন্নাথকে বলিলেন, "ঈশ্বর কৃপায় যদিও আপনার সন্তান সন্ততির অসদ্ভাব নাই, কিন্তু শরীর বয়ঃক্রম অনুযায়ী নহে। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা অপেক্ষাও আপনি অধিক বলশালী এবং আপনার যাদৃশ উপার্জ্জন শক্তি তাহাতে পক্ষান্তরে ইতোধিক পুত্র পৌত্র হইলেও তাহাদিগের সচ্ছন্দ প্রতিপালনে ও জীবিকা সঞ্চয়ে আপনি অসমর্থ হইবেন না, অতএব আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য; আমি সকলের আন্তরিক ভাব বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়াছি;—বিবাহ করিলে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি পরিবারগণ কেহই দুঃখিত হইবেন না; প্রত্যুত সকলেই অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন; তাঁহারা লজ্জা ও ভয়ে আপনার সম্মুখীন হইতে সাহসী না হওয়ায় আমি এই প্রস্তাব করিতেছি; একাদশ বর্ষীয়া একটি সৎকুলোদ্ভবা সুন্দরী কন্যাও লক্ষ্য করা হইয়াছে; অনুমতি করিলে শীঘ্রই শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে।" জগন্নাথ কিঞ্চিৎ কুপিত ভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি মহামূর্খ!" বয়স্য তিরস্কারের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তর্কতর্কি নয়নে কহিলেন, "কোন একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানি হইলে লোকের বিবাহ হয় না, অর্দ্ধ

কলেবর বিহীন অর্দ্ধপ্রাণ ব্যক্তির আবার বিবাহ কি ?” বুদ্ধিমান বয়স্য তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বিশুদ্ধ প্রেমিকতা ও স্থির সৌহার্দ্দ উপলব্ধি করিয়া নিরুত্তর ও সন্তুষ্ট হইলেন।

জ্ঞান লাভ অবধিই জগন্নাথের অলোক-সামান্য ইষ্ট নিষ্ঠা ছিল; স্ত্রীবিয়োগের পর অনুদিন ঐবৃত্তির উন্নতি হইতে লাগিল। প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অধ্যাপনা, স্নান পূজা ভোজন সমাধানান্তে বৈষয়িক ও পারিবারিক সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া অবশিষ্ট সময় গ্রন্থ প্রণয়ন ও অভ্যাগত ব্যক্তি বৃন্দের সহিত সদালাপ অথবা প্রতিবাসীগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত করিতেন; সায়ংকালে এক নিভৃত কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা ও জপাদি করিতেন। অর্দ্ধ রাত্রি গতে অল্পক্ষণ নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষ যামে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক শৌচাদি সমাধানান্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন অরুণোদয়ের পর অধ্যয়নার্থ বহির্গত হইতেন। কালক্ষেপের অযোগ্য গুরুতর কোন ঘটনা উপস্থিত না হইলে সন্ধ্যাপরে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কিম্বা কথোপকথন করিতেন না।

পূর্ব্বে সঙ্গীত শ্রবণে জগন্নাথের অতিশয় অনুরাগ ছিল, কীর্ত্তন, কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডী ও কবি শুনিতে বিলক্ষণ উৎসুক ছিলেন। ঐ সকল গান সময়ে সময়ে নিজালয়ে হইত। গ্রামে অন্য কোন স্থানে হইলে অবকাশে রাত্রিতে তথায় গমন করিতেন; প্রত্যুষে অধ্যাপনাকালে ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “কল্য রাত্রিতে অমুকের বাটীতে কবি হইয়াছিল,

তোমরা শুনিতে গিয়াছিলে ?" ছাত্রেরা সলজ্জভাবে স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা করিতেন কি কি গান হইয়াছিল। "ছাত্রগণ চিন্তা করিয়া কেহ কেহ কোন গানের এক অংশ মাত্র বলিতে পারিতেন; অনন্তর, জগন্নাথ উভয় দলে যে কয়েকটী গান করিয়াছিল অম্লান বদনে তাহা আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া গুণদোষ ব্যাখ্যা করাতে ছাত্রগণ চমৎকৃত হইতেন। বনিতার সহিত সঙ্গীতানুরাগও তিরোহিত হইয়াছিল। বাটিতে পূর্ব্বের ন্যায় গান হইত, কিন্তু নিজে শুনিতেন না। ছাত্র বা বয়স্য মুখে গুণাধিক অবগত হইয়া পুরস্কার প্রদান করিতেন।

যবনগণের সৌভাগ্য সূর্য্য অলীক-বিলাস-জনিত আলস্য ও অত্যাচার মেঘে আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিলেন, এই সময় একেবারে অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। যবন-পদ-দলিত রাজলক্ষ্মীকে এতদ্দেশীয় কতিপয় অদূরদর্শী ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাহ্যাড়ম্বর ও সারল্যে প্রলোভিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ইংরাজের অঙ্কে বসাইয়া দিলেন। পলাশী যুদ্ধ বিজয়ের পর দণ্ডনীতি বিশারদ ইংরাজ সূচীর ন্যায় প্রবেশ করিয়া, অর্থাৎ প্রথমে সুহৃৎ পরে দেওয়ান হইয়া, ক্রমে অধীশ্বর হইলেন। দৃঢ় মূল না হওয়া প্রযুক্ত,—ভয়ে অথবা তৎকালের বাণিজ্য-ব্যাপারোপজীবি ইংরাজ জাতির স্বভাব-সিদ্ধ স্নিগ্ধতার গুণে একমাত্র প্রজারঞ্জন উদ্দেশ্যেই রাজ্য শাসন আরম্ভ হইল। প্রত্যেক বৃহৎ জেলায়, যাহা একণে দুই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তথায় মাত্র একজন করিয়া সিবিলিয়ান থাকিতেন, তিনিই সময়ানুক্রমে জজ, মাজিষ্ট্রেট ও কলে-

ষ্টরের আসনে উপবেশন করিতেন। পণ্ডিত ও কাজী দ্বারা বিচার কার্য্য এবং সিরিস্তাদার, পেস্কার প্রভৃতির দ্বারা বন্দোবস্ত প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইত। ইংরাজী ব্যবস্থা চলিবে না, এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা মতে দেশ শাসিত হইবে,—এই রূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছিল সুতরাং এদেশীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র অবগত হওয়া ইংরাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল। মহম্মদীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র হেদায়া প্রভৃতি অল্পায়াসেই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইল। মত-ভেদ সঙ্কুল অপার হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রে দন্তস্ফুট করিতে পারিলেন না। কোন্‌গ্রন্থের অনুসার বা মতাবধারণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে,তাহা নির্ণয় করাই কঠিন হইয়া উঠিল; সুতরাং হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সহিত একখানি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইল। ঐ কার্য্যের উপযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ব্যতীত আর কে আছে? সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজা নবকৃষ্ণের দ্বারা জগন্নাথকেই আহ্বান করিলেন। জগন্নাথ গ্রন্থ প্রণয়নে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতায় অবস্থিতি করণে কোন রূপেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে ইহাই স্থির হইল, যে নিজ ত্রিবেণীতে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিয়া পুস্তক রচনা করিবেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে আজীবন মাসিক পুরস্কার মুদ্রা বৃত্তি পাইবেন। পরে যথা কালে বৃহৎ চারি খণ্ড বিবাদ "বিবাদভঙ্গার্ণব-সেতু" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণীত হইল। কোলব্রুক, হেষ্টিংস, হার্ডিঞ্জ হারিংটন এবং সংস্কৃত ভাষাবিৎ কোলব্রুক ও জোন্‌স

প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের সহিত জগন্নাথের এরূপ আত্মীয়তা হইল, যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে জগন্নাথ নিকেতনে আগমন পূর্ব্বক প্রেমালাপ ও শাস্ত্রীয় এবং দেশীয় অবস্থা বিষয়ক নানাবিধ প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইতেন। কখন বা জগন্নাথ কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত নূতন স্থাপিত হইল। একজন পণ্ডিত আবশ্যক হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তর্কপঞ্চাননকে জানাইলেন। জগন্নাথ নিজ পরিবার ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য করিবার নিমিত্ত দিতে অস্বীকার করাতেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র পণ্ডিত-প্রবর ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌমকে সদর দেওয়ানীর পণ্ডিতের পদে এবং কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যম পুত্র অল্প বয়স্ক গঙ্গাধর তর্কভূষণকে নদীয়া জেলার পণ্ডিত ও সদর আমীনের পদে—এক প্রকার বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করা হইল। প্রথমে হুগলি প্রভৃতি স্থান নদীয়া ও বর্দ্ধমানের অধীন হইয়াছিল; পরে হুগলি জেলা নূতন স্থাপিত হওয়ায় জজের প্রতি আদেশ হইল জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্বাস্থ্য-আদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রতি সপ্তাহে সুপ্রিম্ কৌন্সিলে সম্বাদ দিবেন। জজসাহেব কখন নিজে আসিয়া কখন বা কর্ম্মচারী দ্বারা অনুসন্ধান লইয়া রিপোর্ট দিতেন।

এক দিবস স্যর উইলিয়ম জোন্স্ জগন্নাথ ভবনে আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য আলাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিন্দুগণের সকল নামেরই অর্থ আছে 'কানাই' নামের অর্থ কি? কৃষ্ণকেই বা 'কানাই' বলে কেন?" জগন্নাথ

উত্তর করিলেন “উহা সর্ব্বব্যাপিত্ব বোধক ‘কাঁহানাই’ হিন্দী কথার অপভ্রংশ।” জোন্‌স্‌ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবম্বিধ প্রশ্নোত্তরে জগন্নাথের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সর্ব্বদাই প্রতীয়মানে হওয়াতে বিচক্ষণ ইংরাজগণ বিস্ময়াপন্ন ও জগন্নাথের অতীব বাধ্য হইয়াছিলেন। একদা নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত চূড়ামণি শঙ্কর তর্কবাগীশ নিজপুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতিসহ মধ্যাহ্ন কালে তর্কপঞ্চানন ভবনে অতিথি হওয়াতে অগৌরব ভয়ে তাঁহাদিগকে সদাব্রত শালায় স্থান না দিয়া নিজ বহিঃ প্রকোষ্ঠে স্থান প্রদান করিলেন। সেদিবস রবিবার থাকায় নিরামিষ পাকের আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত পরিচারক ব্রাহ্মণকে আদেশ করিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় পূজা করিবার নিমিত্ত পুষ্পাদি প্রার্থনা করায় পরিচারক অনুসন্ধানে তৎকালে অধিক পুষ্প না পাইয়া কতিপয় পল্লবিত পুষ্পের বৃন্ত চ্ছেদ ও পল্লব সকল পৃথক করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিল। শঙ্কর পুষ্প পাত্রে দৃষ্টে অপ্রতিভ করণাশয়ে জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয় পুষ্পাবয়বে কি পুষ্পত্ব আছে?” জগন্নাথ অন্য মনস্কের ন্যায় শঙ্করের কথার উত্তর না দিয়া পরিচারককে বলিলেন “পাকের জন্য খণ্ড মৎস্য আনিয়া দেও।” তর্কবাগীশ কহিলেন “অদ্য রবিবার কিরূপ মৎস্য সেবন করিব?” জগন্নাথ কহিলেন “আপনার মতে পুষ্পাবয়বে পুষ্পত্বের ন্যায় মৎস্যাবয়বেও মৎস্যত্ব নাই; তবে রবিবারে খণ্ড মৎস্য সেবনে দোষ কি?” জগন্নাথের ব্যঙ্গোক্তিতে তর্কবাগীশ লজ্জিত হইলেন। ভোজনাদি সমাধানান্তে শিব-

নাথ বিদ্যাবাচস্পতির সহিত ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌমের ন্যায় শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হইল; জগন্নাথ ও শঙ্কর প্রাচীন পণ্ডিতদ্বয় মধ্যস্থ থাকিলেন। বিচারে বিদ্যাবাচস্পতি পরাস্ত হওয়াতে শঙ্করের মুখ মলিন হইল, কিন্তু শিবনাথ নিজ পরাভব অনুভব করিতে না পারিয়া বলিলেন "তোমার কথা অফল বিধায় বোধগম্য নহে।" ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমার কথা তুমি বুঝিলে না, কিন্তু তোমার পিতার মস্তকে হস্ত প্রদান কর, বুঝিতে পারিবে।" জগন্নাথ ঘনশ্যামের সাহঙ্কার বাক্যে বিরক্ত হইয়া, তিরস্কার করিলেন; কিন্তু শঙ্কর ঘনশ্যামের শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যে অসাধারণ অভিনিবেশ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

জগন্নাথের কৃপণাপবাদ ছিল কিন্তু বাস্তবিক তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। দোল দুর্গোৎসব আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিতেন। সদাব্রত শালা ছিল; অতিথি কখন বিমুখ হইত না। আধুনিক পণ্ডিতগণের ন্যায় নিজ পরিচ্ছদ আদি বিষয়েও ঔদাসীন্য ছিল না। সর্ব্বদাই সুধৌত ঢাকাই মসলিন পরিধান, বনাতি পাদুকা ব্যবহার ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন করিতেন। একাহারী ছিলেন কিন্তু ভোজনের বিলক্ষণ পারিপাট্য ছিল, দশ পৌত্রবধূর প্রত্যেককে প্রতি দুই মাসে ৬ দিন করিয়া রন্ধন করিতে হইত; নিজ পরিবার তিন শতের অধিক বিধায় একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা সমস্ত কার্য্য সমাধা হইত না; অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ তাঁহার সাহায্য করিতেন। কিন্তু

পাকের গুণদোষ-ভাগিনী তাঁহাকেই হইতে হইত। জগন্নাথের ভোজনের এই রূপ নিয়ম ছিল, যে, প্রতিদিন সুস্বাদ পঞ্চাশটি ব্যঞ্জন সহিত অন্ন আহার করিতেন এবং ভোজন সময়ে অন্ন ব্যঞ্জন সমস্ত ঈষৎ উষ্ণ থাকা আবশ্যক হইত। প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পাক করিয়া সকল ব্যঞ্জন সমান উষ্ণ রাখা সহজ ব্যাপার নহে; তজ্জন্য পাচিকাগণ রাশীকৃত উষ্ণ অন্নস্তূপে জগন্নাথের ভোজনোপযুক্ত ব্যঞ্জনের আধারে সকল বসাইয়া রাখিয়া তাহার কর্ত্তব্যতা সম্পাদন করিতেন। যে দিবস সমস্ত ব্যঞ্জন স্বাদ সৌগন্ধ প্রভৃতি গুণশালী হইত, সেই দিন আচমন সময়ে শঙ্কর নামক কোষাধ্যক্ষে আহ্বান করিয়া আহ্লাদ পুরঃসর আদেশ করিতেন,—"অদ্য নাতি বৌ উত্তম পাক করিয়াছে; এক খান মটরা চেলী* ও পাঁচ টাকা উহাকে পুরস্কার দিলাম, শীঘ্র আনিয়া দেও।" শঙ্কর আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিত। পাচিকার দুর্ভাগ্য বশতঃ যেদিন ব্যঞ্জনাদি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হইত, সেই দিবস আচমন সময়ে শিশুরাম নামক ভাণ্ডারাধ্যক্ষকে আহ্বান করিতেন; শিশুরাম সম্মুখীন হইবা মাত্র বিরক্তভাবে বলিতেন,—"গোলার দ্বার রুদ্ধ কর এবং পাচিকা নাতি বৌকে 'কিনে হাড়ির' বাটিতে রাখিয়া আইস; রন্ধনে অনিপুণা স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিবার উপযুক্ত নহে।" যদিও পুরস্কারের ন্যায় এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইত না, কিন্তু কর্ত্তার এবম্বিধ তিরস্কারে এবং অন্তঃপুরিকা

---

* কৌষের বস্ত্র বিশেষ।

গণের উপহাসে পাচিকা মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইতেন। তজ্জন্য পৌত্রবধূগণ নিজ নিজ রন্ধনের পালা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পুরোহিতের দ্বারা স্বস্ত্যয়নাদি করাইতেন। ৬ দিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইলে অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে অন্তঃপুর মধ্যে সুবচনীর পূজা করিতেন। জগন্নাথ নিজে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতেন; কোন পরিবার বা ভৃত্য মলিন বসনে কিম্বা পরিবর্দ্ধিত শ্মশ্রু-লোমাদি সহ তাঁহার সম্মুখীন হইলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। এইরূপ ব্যবহার থাকাতেও জগন্নাথের কৃপণাপবাদ ছিল; বোধ হয় বৈষয়িক ব্যাপারের সূক্ষ্মানুসন্ধানই ঐ অপবাদের মূল হইয়াছিল।

এরূপ জন শ্রুতি আছে যে, একদা রজনী যোগে কোন পণ্ডিত প্রচ্ছন্নভাবে তর্কপঞ্চাননের সদাব্রত-শালায় উপস্থিত হন; সাধারণ অতিথির ন্যায় ভোজন-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া রন্ধন সময়ে একটি ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু দগ্ধ করিতে দিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেটি ভস্মীভূত হইয়াছিল, বাহির করিতে পারেন নাই। প্রত্যূষে অতিথিশালার সম্মুখ ভিত্তিতে প্রগাঢ় ব্যঙ্গ সূচক এই কবিতাটি লিখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন—

"কীটাকুলিত বার্ত্তাকুঃ ক্ষুদ্রোখুরুষগোপমা।
পঞ্চাননাৎ বিনিষ্ক্রান্তা ন নিষ্ক্রান্তা হুতাশনাৎ॥"

তর্ক পঞ্চাননের ধনশালিতা এবং কৃপণতা প্রকাশ থাকাতে শ্যাম মল্লিক নামক এক জন সুবিখ্যাত দস্যুদলাধিপতি গুপ্ত চর দ্বারা-মাসাবধি অনুসন্ধান পূর্ব্বক জগন্নাথের

অন্তঃপুরের সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া একদা রজনীযোগে নগর সংকীর্ত্তন ব্যপদেশে বহির্দ্বারের সম্মুখে দলবল সহ উপস্থিত হইল। প্রহরীদ্বয় কীর্ত্তন শ্রবণাভিলাসে বহির্দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বহির্গত হইল; হরিসংকীর্ত্তন কোলাহলে জাগরিত হইয়া অন্তঃপুর হইতেও কতিপয় যুবা বাহিরে আসিলেন। দস্যুপ্রবর যখন দেখিল যে, অন্তঃপুর পর্য্যন্তের দৃঢ় কবাট সকল উন্মুক্ত হইয়াছে, সহসা কয়েকটা বন্দুক ছুড়িল এবং দ্বারবান্ দুই জনকে বন্ধন ও পালকি হইতে অস্ত্র শস্ত্র নিষ্কাষণ পূর্ব্বক বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। কীর্ত্তন শ্রবণাভিলাসে বহির্গত যুবাগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন; দস্যুগণ মুক্তদ্বার ভবনে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইল। শ্যামমল্লিক বহিঃপ্রকোষ্ঠের প্রাঙ্গনে এক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে অনুচরগণের প্রতি আদেশ করিল, "তোমরা তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর; তিনি কৃপণ তাঁহার ধনে আমার অংশ আছে; যথাশাস্ত্র মদীয়াংশ প্রদান পূর্ব্বক সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন; অন্য কোন দ্রব্যে হস্তার্পণ করিও না, কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ দিও না; বিশেষতঃ অন্তঃপুরচারিণী মাতৃগণকে স্পর্শ করিও না; ইহার অন্যথাচারণ করিলে দণ্ড পাইবে।" আলোকধারী দস্যুগণ জগন্নাথের শয়ন প্রকোষ্ঠের কবাট ভগ্ন করিয়া শয়নাগারের সম্মুখবর্ত্তী গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভৃত্যদ্বয়কে বন্ধন করিল; জগন্নাথ গৃহে দস্যু প্রবেশ জানিতে পারিলেন, তৎক্ষণাৎ মলিন বসনে

আবৃত হইয়া শয়ন গৃহের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক বহির্গত এবং 'পণ্ডিত ভাগ্ যাতা হ্যায় পক্‌ড়ো পক্‌ড়ো' শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। ঐরূপ শব্দ করিতে করিতে কতিপয় দস্যুও তাঁহার অনুগামী হইল। ক্রমে বাটী হইতে বহির্গত ও দস্যু প্রহরীগণের দৃক্‌পথাতীত হইয়া কিয়ৎকাল এক রজকের গৃহে পরে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক শিষ্যের ভবনে লুক্কায়িত হইলেন। দস্যুগণ অন্তঃপুরের সকল প্রকোষ্ঠের সমুদয় গৃহ, ছাদ, সোপান সন্নিহিত ক্ষুদ্র গৃহ প্রভৃতি অনুসন্ধান করিল বৃহৎ বৃহৎ সিন্দুক সকল ছেদন করিল কোথাও জগন্নাথকে প্রাপ্ত না হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর গতে দলাধিপতিকে কহিল, "আমরা গুপ্ত, প্রকাশ্য সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলাম না, বোধ হয় তিনি যাদুবিদ্যা প্রভাবে সকলের নয়নে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অদৃশ্যভাবে পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে সকল সিন্দুক ভগ্ন করা হইয়াছে, তাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত যথেষ্ট দ্রব্য আছে; অনুমতি করিলে তাহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি; তদ্দ্বারা আমারদিগের শ্রমানুরূপ লাভ ও পাথেয় নির্ব্বাহ হইতে পারে।" শ্যাম মল্লিক কুপিত হইয়া কহিল "না, তাহা করিলে আমার দুর্নাম হইবে, লোকে বলিবে 'শ্যাম মল্লিক নীচাশয়, ক্ষুদ্রচোর।' পাথেয় প্রভৃতি অদ্য নিজে দিয়া, সময়ান্তরে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণ পূর্ব্বক ইহার প্রতি শোধ গ্রহণ করিব; অদ্য জাল উত্তোলন কর।" অনন্তর প্রস্থান-সূচক ভেরী নিনাদ হওয়াতে ক্ষণকাল মধ্যে

দলপতিসহ দস্যুগণ অদৃশ্য হইল। পলায়িত ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে আগমন করিতে লাগিলেন কিন্তু কর্ত্তার কোন সন্ধান না পাওয়াতে সকলেই অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত এবং ভীত হইতে লাগিলেন। প্রভাতে জগন্নাথ অব্যাহত শরীরে নিজ নিকেতনে উপস্থিত হওয়াতে পরিবারগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়দ্বিলম্বে হুগলির জজ অমাত্যগণসহ উপস্থিত হইয়া আমূল বিবরণ অবগতির পর তাদৃশ দস্যু-সংকুল-সোপান পরম্পরা এবং পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া জগন্নাথের অক্ষত শরীরে পলায়ন বৃত্তান্তে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার সাহস, কৌশল, ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক প্রশংসা করিলেন এবং ইতিবৃত্ত গবর্ণমেণ্টে বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক দস্যুগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত প্রবরের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে বার জন শান্তি রক্ষক ও একজন জমাদার নিযুক্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে একজন শান্তিরক্ষক অন্ধকার রাত্রিতে চোর ভ্রমে একটি কৃষ্ণকায় বৃষের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করাতে তাহার একটি পদ ভগ্ন হইয়াছিল এবং রাত্রি ৯ ঘটিকার পরে বাটী প্রবেশোন্মুখ কতিপয় কুটুম্বও শান্তিরক্ষকগণের দ্বারা সময়ে সময়ে অপমানিত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য জগন্নাথ বিরক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন পূর্ব্বক ঐ প্রহরীগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন।

জগন্নাথের অদ্ভুত মেধাশক্তি বিষয়ে সর্ব্বজনগোচর এই একটি জনশ্রুতি আছে;—একদা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশীয় দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নৌকা যোগে ত্রিবেণীতে

উপস্থিত হইয়াছিলেন; কোন কারণ বশতঃ উভয়ে নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা পরে একটি ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া উভয়েই সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগী হইয়াছিলেন; বিচারক কোল্‌ব্রুক সাহেব পরস্পরের সমভিব্যাহারী ব্যতীত অন্য কোন লোক উপস্থিত ছিল কি না জিজ্ঞাসা করাতে উভয়েই প্রকাশ করিলেন, একজন প্রাচীন হিন্দু স্নান করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই ব্যক্তির আকার প্রকার যেরূপ বর্ণন করিলেন তাহাতে বিচক্ষণ বিচারক নিশ্চয় বুঝিলেন, যে তাঁহার সুপরিচিত পাণ্ডিত-কেশরী জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন তৎকালে স্নান করিতেছিলেন। কোলব্রুক সাহেব জগন্নাথকে যথাযথ সম্মান সহকারে ডাকিলেন, এবং বিবাদী ব্যক্তিদ্বয়কে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় এই দুই ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন কি? এবং ইঁহারা আপনার সম্মুখে কখন বিবাদ করিয়াছিলেন কি? এবং সেই বিবাদের গুণ দোষ আপনি অবগত আছেন কি?" জগন্নাথ উত্তর করিলেন, "অমুক দিন স্নান কালে এই দুই ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম এবং উক্তি প্রত্যুক্তিও শুনিয়াছিলাম, তাহার অর্থ অবগত নহি; দোষ গুণ কিরূপে নির্ণয় করিব? তবে যে ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন বোধ হয় বলিতে পারি।" এই কথায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া অভিযোক্তা দ্বয় এবং জজ তাহা শ্রবণেচ্ছু হওয়ায়, বিবাদের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পরস্পর তীব্র কোপভরে অনর্গল ইংরাজী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, জগন্নাথ অভ্রান্তরূপে অবিকল সমস্ত উচ্চারণ

করায় বিবাদীদ্বয় রাগ, রোষ বিস্মরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রজালা-বিষ্টেরন্যায় মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কোলব্রুক সাহেব চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "মহাশয় আমি এরূপ কথা শিক্ষা করি নাই যদ্দ্বারা আপনার গুণানুরূপ প্রশংসা করিতে সমর্থ হই; জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তিনি মনুষ্যকে এরূপ মেধাশক্তি প্রদান করিয়াছেন।" পরে তর্কপঞ্চাননের উক্তি অনুসারে গুণ দোষ নির্ণয় করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন।

একদা জগন্নাথ অধ্যাপনা করিতেছিলেন, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। আগন্তুকের আকার ও পরিচ্ছদ দৃষ্টে সম্মানার্হ বিবেচনায় জগন্নাথ আসন নির্দ্দেশ করিয়া নাম ধাম জিজ্ঞাসা করাতে আগন্তুক কহিল, "মহাশয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, আমি সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ী ব্রাহ্মণ; বাল্যাবধি পারসী আরবী অধ্যয়ন করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু একটি মহৎ সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তাহা দূরকরণাশয়ে অনেক পণ্ডিতের সহিত কথা বার্ত্তা করিয়াছি, তাঁহারা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া দুরবগম্য জটিল ভাষায় আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন; সমস্ত হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় তদ্দ্বারা আমার মনঃক্ষোভ দূর হয় নাই। সকলেই বলে মহাশয় বড় পণ্ডিত তজ্জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি; অঙ্কশায়ী স্তন্যপায়ী শিশুর সহিত মাতা যেরূপ ভাষায় কথা কহেন, সেই ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অঙ্গীকার করিলে প্রশ্ন করি, নচেৎ

বিদায় হই জগন্নাথ তাহাই স্বীকার করাতে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রহ্ম এক, কি নানা?" জগন্নাথ,—"এক," আগন্তুক—"তবে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণেশ প্রভৃতি কে?" জগন্নাথ—"নাম রূপ-শূন্য ব্রহ্মের উপাসনা সহজ নহে, তজ্জন্য নাম রূপ কল্পনা হইয়াছে। ফলতঃ শিব বিষ্ণু প্রভৃতি একই পদার্থ।" আগন্তুক—"যদি একই পদার্থ—তবে শিব বিল্ব পত্রে তুষ্ট, বিষ্ণু রুষ্ট, বিষ্ণু তুলসীতে তুষ্ট, ত্রিপুর সুন্দরী তুলসী ঘ্রাণ মাত্রে রুষ্টা কি প্রকারে হইতে পারেন? এক বস্তুর দ্বারা এক ব্যক্তির সন্তোষ রোষ কোন রূপেই সম্ভব হয় না, তবে কি শাস্ত্র সকল মিথ্যা?" জগন্নাথ—"শাস্ত্র মিথ্যা নহে। তুমি মনে কর, তোমার বাটীতে এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা উপস্থিত; তাহাদের মূল গায়ন বলিল, 'মহাশয় আমার সঙ্গে সাজ নাই, যে সময় যাহা সাজিব তাহার উপযোগী দ্রব্যাদি মহাশয়কে দিতে হইবে, তুমি তাহাতে সম্মত হইলে। যাত্রা আরম্ভ করিয়া মূলগায়ন বলিল 'মুনি গোঁসাই অর্থাৎ নারদ সাজিব।' তৎকালে শুভ্র বস্ত্রযুগল, বীণা, জটা, পাকা দাড়ি, গোঁফ দেওয়া তোমার উচিত, তাহা না দিয়া বাউটী, মল চেলীর সাটী দিলে এবং যশোদা সাজিবার সময় প্রথমোক্ত বস্ত্র সকল প্রদান করিলে; কৃষ্ণ সাজিবার সময় ঢাল তরবার লাল পাগড়ি, দ্বারবান সাজিবার সময় চূড়া বাঁশী পীত ধড়া অর্পণ করিলে। একই মূল গায়ন তোমার প্রতি তুষ্ট কি রুষ্ট হয়?" আগন্তুক—"রুষ্ট হয়।" জগন্নাথ—"শাস্ত্রে তাহাই বলিয়াছে।" তুমি নিজ সন্তোষার্থ নটরূপী ঈশ্বরকে নানা বেশ ধারণ করাইতেছ, যে বেশে যাহা ভাল সাজে তাহাই দেও,

অন্যথা করিলে নট অসন্তুষ্ট হইবেন ; শিব সাজাইতে চাহ বিভূতি বিল্বপত্র ধুস্তূর পুষ্প প্রভৃতি, কৃষ্ণ সাজাইতে চাহ তুলসী বনমালা ক্ষীর সর নবনীত, কালী সাজাইতে ইচ্ছা কর, রক্ত-চন্দন, জবা-পুষ্প মাংস প্রভৃতি প্রদান কর, ভাল সাজিবে ; শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছে সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে।” আগন্তুক কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনের পর ছিন্ন-সংশয় হইয়া প্রফুল্ল বদনে তর্ক-পঞ্চাননের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

জগন্নাথ ছাত্র প্রভৃতিকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন তাহাও কৌশল পূর্ণ ছিল, এক দিন প্রত্যূষে কোন কৃতবিদ্য ছাত্র পরিহাস পূর্ব্বক সহাধ্যায়ীগণের প্রতি গ্রাম্য ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতেছিলেন, তর্ক পঞ্চানন অধ্যাপনার্থ অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন সময়ে তাহা শুনিতে পাইয়া পথ মধ্যে শয়ান গৃহ পালিত একটি কুক্কুরকে দেখিয়া বলিলেন, “মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে পথ প্রদান করুন।” কুক্কুর সরিয়া গেল। জগন্নাথ অধ্যাপনাসনে উপবিষ্ট হইলে একজন ছাত্র মৃদু ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,— “মহাশয় কুক্কুরের প্রতি এরূপ সাদর সম্ভাষণের কারণ কি?” জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “অভ্যাস মন্দ করা উচিত নহে। কুকুরের প্রতি কদর্য্য শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে অভ্যাস বশতঃ কদাচিৎ ভদ্র লোকের প্রতিও প্রয়োগ করিয়া লজ্জিত হইব।” ছাত্রগণ অপ্রতিভ হইলেন।

উথলতিবড়া নিবাসী কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ন্যায় অধ্যয়নার্থ আগত হইলে তাঁহার বুদ্ধির স্থূলতা নিবন্ধন ন্যায় অধ্য-

য়ন না করাইয়া স্মৃতি পড়াইয়াছিলেন; কাল সহকারে সেই নিকৃষ্ট ছাত্র কলিকাতার হাতী বাগানে চতুষ্পাঠী করিয়া অদ্বিতীয় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। জগন্নাথ কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না, কিন্তু পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি পরিবার বর্গ তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতেন। শেষাবস্থায় তাঁহার পঞ্চ চত্বারিংশৎ প্রপৌত্র ও রামদাস তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি কতিপয় বৃদ্ধ প্রপৌত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং জগন্নাথ বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের কয়েক জনের উপনয়ন পর্য্যন্ত সমাধান হইয়াছিল, এরূপ সুখের সংসার হইয়াছিল যে, অন্নপ্রাশন বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের আবশ্যক হইত না। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিন পুরুষ একত্র উপবেশন করিয়া আহার করিতেন। অশীতিপর বালক প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্রকে দেখিয়া যাহার যেরূপ প্রকৃতি হইবে বলিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই হইয়াছিল।

যৌবনাবস্থায় জগন্নাথ কয়েকখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে রাম চরিত নাটকের কয়েক অঙ্ক পুরাতন পুস্তক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; আর কয়েক খানির বিপর্য্যস্ত কয়েক পত্র মাত্র পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ পাওয়া যায় নাই।

নান্দী।

যন্নীলাঞ্জনপুঞ্জসুন্দরতমং চৈদ্যো দ্বিষন্ প্যাহো
প্রাপ্ত স্তৎ পরমং পদং দিতিসুতো যন্মাতৃভি দুর্লভং॥
যৎ সম্পর্কলবা ত্তমো নিরবধি ধ্বস্তং ভবে চ্চেতসঃ
সান্দ্রানন্দময়ং ভজে তদমলং সত্বস্বরূপং তমঃ॥১॥

অপিচ।

গঙ্গাবিন্দুভি রঙ্কিতং শশিকলাসংসর্গশুভ্রংজটা
জূটং ব্যস্তযসৌম্যপিঙ্গলরুচিং বিভ্রাণ মত্যদ্ভুতং।
কান্তার্দ্ধং পরযোগিনীগুরুতমং ভিক্ষুং সমস্তার্থদং
বন্দে বিঘ্নবিনাশকস্য পিতরং জ্ঞানপ্রদং শঙ্করং ॥২॥

(গ্রীষ্ম মধিকৃত্য)

উত্থানমাত্র মাসাদ্য প্রতাপমদগর্ব্বিতঃ।
দুষ্প্রেক্ষ্যো রবি রদ্যাভূৎ সুমূর্খো নৃপতির্যথা ॥১॥
সূর্য্যঃ স্বৈরেব তাপৈঃ স্থগিতগতিরভূৎ কিং পুনর্জন্তবোঽন্যে
তপ্তং গম্ভীর মন্তো জ্বলতি ননু ধরা চিত্র মপ্রাপি কিম্বা।
নিষ্কর্ম্মাঽয়ং যদি স্যাৎ সততগতি রপি প্রাণিবর্গে কথা কা
সূর্য্যস্যাশ্বা ব্রজন্তোপিহি গতিবিধুরাঃ সদা এবাভবংশ্চ ॥২॥

অপিচ।

দাহোভূৎ প্রয়সাং গুণঃ ক্ষিতিতলে বহ্নিত্ব জাতি স্তথা
বায়ু র্নিশ্চলনঃ সদা প্রিয়তমাবাসশ্চ দূরে মতঃ।
নূনং গ্রীষ্ম ঋতুঃ সহায় মতুলং মধ্যাহ্ন মাসাদ্য কিং
ধাতুঃ সৃষ্টিবিলঙ্ঘনায় যততে গাধেয়বৎ সম্প্রতি ॥৩॥

বিয়চ্ছৎপত্তিকং হনূমন্ত মবলোক্য ভরতঃ।

আকাশং জলদৈর্বৃতং কিমথবা সূর্য্যোঽস্তগোত্রং গতো
রাহুর্ব্বা গ্রসতে প্রভুং দিনকরং কিম্বা কুহূ বা গতা।
ভীতং রুদ্রভয়াদিব ক্ষিতিতলং সর্ব্বং কথং বেপতে
রামস্যানুচরস্য বায়ুতনুজঃ কর্ম্মৈত মত্যদ্ভুতং ॥১॥

ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর অতীব বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্মানশালী হইয়াছিলেন। তিনি এবং

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি জগন্নাথকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা নবকৃষ্ণ তৎকালের দুর্ল্লভ গোল-আলু কমলা-নেবু প্রভৃতি উপায়ন সর্ব্বদাই প্রেরণ করিতেন। একদা কমলা-লেবু উপঢৌকনে সন্তুষ্ট হইয়া অভিনন্দনার্থ

"অগস্ত্য বংশ সম্ভূতা বয়ং বাতাপি ভক্ষকাঃ।

ইদানীং ত্বৎপ্রসাদেন, কমলা রস ভাগিনঃ॥"

এই কবিতাটী রাজা নবকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এরূপ পরিচর্য্যা করিয়া এবং প্রত্যেক শ্লোক পাঠের দক্ষিণা এক এক মুদ্রা অর্থাৎ লক্ষ টাকা দক্ষিণা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াও রাজা নবকৃষ্ণ জগন্নাথকে মহাভারত পাঠে ব্রতী করিতে পারেন নাই। রাজা অতিশয় যত্ন করাতে উত্তর করিয়াছিলেন, "দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক পুরাণ পাঠ করিলে ধর্ম্ম বিক্রয় করা হয়, তাহা আমি পারিব না।" পরিশেষে রাজার প্রযত্নাতিশয়ে সদস্য বরণ স্বীকার করিয়াছিলেন।

একদা নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একপত্র রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে মুদ্রা উন্মোচন পুরঃসর দেখিলেন, চতুষ্কোণে ৪টী "ক" লিখিত হইয়া মধ্যস্থানে "পাঠাইবেন" লেখা আছে। রাজা সভ্যগণ সহিত অনেক চিন্তা করিয়াও কৌতুকপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইঙ্গিত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান করিয়া কি পাঠাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন "কচারি অর্থাৎ নাপিত

প্রেরণ করিতে লিখিয়াছেন।” অনন্তর রাজা নবকৃষ্ণ নিজ বেতন ভোগী নাপিতগণ মধ্যে ক্ষৌর কার্য্যে সুনিপুণ এক ব্যক্তিকে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করায় গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের ইঙ্গিত-গ্রাহিতা এবং নাপিতের ক্ষৌর কার্য্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

তিনি অমূলক লোকাচারের অনুসঙ্গী ছিলেন না। অরন্ধন, পৌষপার্ব্বণ প্রভৃতি অনেক কার্য্য নিজ বংশ পরম্পরা হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূজা পদ্ধতি প্রভৃতিও স্বতন্ত্র প্রচলিত করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধাবস্থাতেও জগন্নাথের বিলক্ষণ ভোজনশক্তি ছিল। একদা কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার শিষ্য ভবানীপুর নিবাসী চট্টোপাধ্যায়গণের বাটীতে গমন করিয়া সমভিব্যাহারী পরিচারক ব্রাহ্মণকে কার্য্যান্তরানুরোধে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে হওয়ায় আপনাকেই রন্ধন করিতে হইয়াছিল। শিষ্যগণ গুরুর স্বপাক পূর্ব্বে কখন প্রাপ্ত হয়েন নাই, এবার তাহা পাইবার আশ্বাসে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কালীঘাট হইতে একটি ছিন্ন ছাগ আনিয়া দিয়াছিলেন। তর্কপঞ্চানন রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে দর্শনার্থ কয়েক জন ভদ্রলোক আগমন করায় তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া মাংসে লবণ অধিক দিয়াছিলেন। ভোজন সময়ে স্বাদ পরিগ্রহ করিয়া বিবেচনা করিলেন এ প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে শিষ্যগণ বিবেচনা করিবেন, গুরু পাক কার্য্যে নিতান্তই অপটু, অতএব প্রসাদ না রাখাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সমস্ত মাংস ভোজন করিয়াছিলেন।

এইরূপে সুদীর্ঘকাল অতুল্য সম্মান ও সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া একশত ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ১২১৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনী কৃষ্ণ পক্ষীয় তৃতীয়া দিবসে ভাগীরথী তীরে জগন্নাথ কলেবর ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি হ্রাস, স্মৃতি বৈলক্ষণ্য কিম্বা কোন ইন্দ্রিয় অবশ হয় নাই; কোন রোগও হয় নাই। দশমীর অপরাহ্নে বিজয়াকৃত্য সমাধানার্থ পদব্রজে প্রতিমার পশ্চাৎ গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, প্রতিমা বিসর্জন হইল। সেই সময়ে

"কেচিৎ ব্রহ্ম নিরাকারং নরাকারঞ্চ কেচনঃ।

বয়ন্তু দীর্ঘ যোগেন নীরাকার মুপাস্মহে॥"

এই শ্লোকটি রচনা ও পাঠ করিয়া কহিলেন "আমি আর বাটী যাইব না, অষ্টাহ ভাগীরথী পুলিনে বাস করিব, তদুপযুক্ত একটি গৃহ নির্ম্মাণ কর।" পরিজনগণ তাঁহার এতাদৃশ প্রস্তাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া শীঘ্রই তৃণ বংশ প্রভৃতি আহরণ করিয়া তৎকালোচিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। জগন্নাথ স্বজন ও প্রতিবাসীগণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট একেবারে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রফুল্ল বদনে নবনির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অন্তিম কালোচিত কর্ম্ম স্থির-চিত্তে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে গমনের পূর্ব্বেই বৈষয়িক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পৌত্রকে দশ সহস্র করিয়া লক্ষ টাকা, নিজ শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্র প্রভৃতির নিমিত্ত ছত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়াছিলেন। চারি হাজার টাকা উপস্বত্বের স্থাবর

সম্পত্তি এবং বহুতর উদ্যান ও পুষ্করিণী দুর্গোৎসব আদি ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া উপভোগ করিবার নিমিত্ত উত্তরাধিকারীগণকে দিয়াছিলেন। জগন্নাথের গঙ্গাবাস বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেশ বিদেশের অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোক এবং উচ্চ পদস্থ ইংরাজ তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তও আগমন করিলেন। অতিশয় জনতা হইতে লাগিল। জগন্নাথ অধিক কথা বার্ত্তা কহিলেন না, কাহারও সহিত দুই একটি কথা কহিয়া কাহারও প্রতি আশীর্ব্বাদ সূচক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বিদায় করিলেন। প্রথম তিন দিন পরিবার গণের নিতান্ত অনুরোধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট পাঁচ দিবস গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য কিছুই সেবন করেন নাই। তৃতীয়াদিবসে গঙ্গাজল-শায়ী হইলেন। ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রাণবিয়োগ হইল। দেশ জনশূন্য ও নীরব হইল।

সেই মহাত্মার বংশে বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন, রাধাবল্লভ তর্করত্ন, কমলাকান্ত ন্যায় বাচস্পতি, রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি অনেক অসাধারণ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। দুরন্ত কাল-স্রোতে ভাসমান হইয়া সকলেই লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অধুনা প্রগাঢ় অন্ধকার রজনীতে একমাত্র প্রদীপের ন্যায় শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন বংশীয় অধ্যাপনাব্রত প্রাণপণে প্রতিপালন করিতেছেন। উর্ব্বরা ভূমির পাদপের ন্যায় আরও দুই এক জন সতেজ শীঘ্র পল্লবিত হইতেছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ অকালে কাল কবলিত হইয়াছেন, কেহ বা কুসুম

সৌরভ বিস্তার পুরঃসর কাল বিপর্য্যয়ে ফল প্রসবে অসমর্থ হইয়া কষ্টে বন্ধ্য-জীবন অতিবাহন করিতেছেন। ত্রিবেণীর নৈসর্গিক অবস্থাও এক্ষণে নিতান্ত শোচনীয়; আভ্যন্তরিক সরস্বতী প্রবাহের ন্যায়, সরস্বতী-নদী—পূর্ব্বে যাহাতে অর্ণবযান অনায়াসে প্রবিষ্ট হইয়া বিপুল বাণিজ্যের সাহায্য করিত, সেই পবিত্র প্রবাহবতী স্রোতস্বতী অধুনা পরিখার পার্শ্ব-লগ্ন-খাতবৎ—অতীব সংকীর্ণ ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় রজত সূত্রাকারে প্রবাহিতা হইতেছেন। এই পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী পূর্ব্বকালে বহুজনাকীর্ণ সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বপ্রণীত প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে

"প্রদ্যুম্ন হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥"

এই পৌরাণিক প্রমাণের উপন্যাস করিয়া লিখিয়াছেন, 'ত্রিবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে প্রসিদ্ধঃ।' ৩৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী ত্রিবেণীর অসাধারণ সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া স্বপ্রণীত চণ্ডীকাব্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—যথা

বামভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস, হেম, তিল, ধেনু কত করে দান॥
রজতের শিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন॥

শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপ।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপ ॥
কলিঙ্গ ত্রৈলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সফর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর ॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুরামক থানামক গোদাবরী গয়া ॥
শ্রীহট্ট কাঙর কোচ হাঙ্গর ত্রিহট্ট।
মালিকা কলিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট ॥
বাগন মলয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আহ্নলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম ॥
শিবাচট্ট মহাহট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত সফর কহিতে কত পারি ॥
ও সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
সবে ডিঙ্গা লইয়া তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানাধন পায় ॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম ॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি ॥
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।
[illegible] ডাকেন ফরমানী ॥

[illegible]বর তদীয় কাব্যের নায়ক ধনপতি ও শ্রীমন্তকে [illegible] রাজধানীর সন্নিহিত উজাবনি হইতে সিংহল লইয়া যাইবার পথ মধ্যে অনেক গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন স্থানের সমৃদ্ধি বর্ণন করেন নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, তৎকালে উজাবনি হইতে সিংহল পর্য্যন্ত গমনের পথ মধ্যে ত্রিবেণীর ন্যায় সমৃদ্ধ জনপদ আর ছিল না। সকল দেশের বণিক সম্প্রদায় ত্রিবেণীতে আসিয়া বাণিজ্য করিত। পণ্ডিত প্রবর প্রথমে তীর্থ-মাহাত্ম্য পরে বাণিজ্য-সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া "নায়ে তুলে সদাগরে নিল মিঠা পানী" এই কয়েকটি কথা দ্বারা স্বাস্থ্য-সম্পাদকতা বিষয়েও উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ ত্রিবেণীর যে স্থান খনন করা যায় সেই স্থানেই প্রায় অট্টালিকা, ভিত্তি কিম্বা কূপ চিহ্ন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সরস্বতী গর্ভে পোতের ভগ্নাবশেষ, লৌহ শৃঙ্খল, গুণ-বৃক্ষ প্রভৃতি কৃষকেরা অনেক পাইয়াছে। কোথাও বা মৃত্তিকা জর্জ্জরিত রাশীকৃত শঙ্খ দৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু লোক সকল পান করিবার নিমিত্ত ত্রিবেণী হইতে জল লইয়া যাইতেন এবং পীড়াশান্তির নিমিত্ত ত্রিবেণীতে অবস্থান করিতেন—ইহা আমরাও দেখিয়াছি। এই সকল কারণে মুকুন্দরামের উক্তি কবি-কল্পনা-প্রসূত নহে, তৎকালের প্রকৃত অবস্থাই বর্ণন করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। কালচক্রের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনে সেই ত্রিবেণী অধুনা মহাশ্মশান বা মহারণ্যে পরিণত হইতেছে; [illegible] চির রাজধানী [illegible]

আছে; অষ্টাদশ বৎসর অবিচ্ছেদে জ্বর মহারাজ প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু প্রভৃতি প্রিয় পারিষদগণ সহ লোকের বল, কান্তি, ধন, প্রাণ রূপ কর গ্রহণ পূর্ব্বক নিরাপদে রাজ্য ভোগ করিতে-ছেন। দিবসে রাত্রিচর পশু পক্ষী শৃগাল পেচকাদি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের ভীষণ রবে রোগ শোক জীর্ণ, অর্দ্ধ-জীবিত অধিবাসীগণের হৃদয় কম্পিত হইতেছে; উদ্যান সকল বানরের ক্রীড়া-ভূমি এবং জন শূন্য ভগ্ন অট্টালিকা তাহাদিগের রজনী বিশ্রামের স্থান হইয়াছে। দুর্জ্জনের কথঞ্চিৎ সুখ সম্পত্তি দৃষ্ট হয়; সজ্জনগণ যেন ভাবী কোন মহাবিপদের আশঙ্কায় অতীব বিমর্ষভাবে কাল-হরণ করিতেছেন। ত্রিবেণীর দুরবস্থা দর্শনে তাপিত হইয়া লোক পাবনী সুরধুনীও যেন অঙ্গে অঙ্গে পলায়িতা এবং বা লুকা রাশি ব্যবধানে লুকায়িতা হইতেছেন। জগন্নাথ পণ্ডিতের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটি চক্ষু নিয়ত ত্রিবেণীতেই নি-ক্ষিপ্ত ছিল। এক্ষণে সেই ত্রিবেণী বোধ হয় ইংরাজ রাজের স্মৃতি পথের বহির্ভূত হইয়াছে। ইংরাজ রাজ্যে অন্য স্থানে যে সকল উন্নতি হইয়াছে, ত্রিবেণীতে তাহার কোন চিহ্নই নাই। মধ্যে মধ্যে ট্যাক্সের পটহ নিনাদিত এবং নিজ নিজ অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে না হইলে, অধিবাসীগণ ইংরাজ রাজ্যে বাস করিতেছে, এরূপ অনুভব করিতেই পারিত না। মিউনিসিপালিটি আছে কিন্তু গ্রামে সংস্কার অথবা স্বাস্থ্য সম্পাদনের যত্ন প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। দুরতিক্রমণীয় কাল গতিকে অতঃপর কি হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে! বোধহয় জগতের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনই জগদীশ্বরের অভি-প্রেত।

যাত্যেকতোঽস্ত শিখরং পতিরোষধীনা
মাবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোহর্ক।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকো
[illegible] ন্তরেষু॥